NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ বাসের আগুনে অনুঘটক ২৩৪ টি স্মার্টফোন

মেয়ে সেজে মার্কিন সেনার চোখে ধুলো লাদেনের ৭

কলকাতা ২৬ অক্টোবর ২০২৫ ৮ কার্তিক ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ১৩৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 26.10.2025, Vol.19, Issue No. 134, 8 Pages, Price 3.00

পশ্চিমবঙ্গ বাঁচাতে তৃণমূলের উৎখাত চান শুভেন্দু

অমরজিৎ সিংহ রায়

বালুরঘাট: 'তৃণমূলকে উৎখাত করতে হবে, সকলে জোট বেঁধে এই সরকারকে আমাদের উপরে ফেলতে হবে। নইলে পশ্চিমবঙ্গ থাকবে না!' শনিবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরে এসে এভাবেই রাজ্যের শাসক দলকে আক্রমণ সানান বিরোধীদল নেতা শুভেন্দু অধিকারী।

এদিন বিজয় সংকল্প সভায় যোগ দিতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরে আসেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সঙ্গে গঙ্গারামপুর স্টেডিয়ামে সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার, গঙ্গারামপুরের বিজেপি বিধায়ক সত্যেন রায়, তপনের বিধায়ক বুধুরাই টুডু, রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিক পাল, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপির সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী -সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব।

এ দিনের সভা মঞ্চ থেকে রাজ্যের বিরোধীতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'আপনারা সকলে জোট বাঁধুন। এই সরকারকে আমাদের উপরে ফেলতে হবে। নইলে পশ্চিমবঙ্গ থাকবে না! রাজ্য থেকে শুধু টাটা গোষ্ঠী নয় বিগত সাড়ে চৌদ্দ বছরে মোট ৬ হাজার ৮৮৮টি কারখানাকে মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাড়িয়েছেন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় এমন কোনও গ্রাম নেই যেখান থেকে ছেলে-মেয়েরা দল বেঁধে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতে অন্য রাজ্যে যায় না। পাশাপাশি শিক্ষিতদের এর রাজ্য নিয়োগের কোন ব্যবস্থা নেই।' অন্যদিকে, মেডিক্যাল কলেজ প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী বলেছেন প্রত্যেকটি জেলায় একটি করে মেডিকেল কলেজ হবে। কিন্তু উনি (নাম না করে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে) এই জেলায় মেডিক্যাল কলেজ করবেন না। আপনি কেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাকে বঞ্চিত করছেন?' এরপরেই বিরোধী দলনেতা বলেন, 'আমরা ২০২৬ সালে ক্ষমতায় এলে ডিসেম্বরে মেডিক্যাল কলেজের কাজ শুরু করে দেব।' অন্যদিকে, মুসলিম সংখ্যালঘু প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'মুসলিম ভোট চাই না এ কথা আমি কখনোই বলি না। আমি যে কথাটি বলি- মুসলিম ভোট আমরা পাবো না! নরেন্দ্র মোদী অনেক দিয়েছেন। বিনা পয়সায় কোভিড-এর ভ্যাকসিন, শৌচালয়, ঘর দিয়েছেন। তিনি এক্ষেত্রে জাত-ধর্ম-ভোটব্যাংক ইত্যাদির কোনও কিছু দেখেননি। কিন্তু আপনাদের পাড়ায় গেলে আপনারা বলেন- এটা জয় শ্রী রামের দল।'

এরপরেই বাংলাদেশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে হিন্দুরা ভালো নেই! যখন বাংলাদেশ তৈরি হয়েছিল তখন সেখানে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ২৭ শতাংশ। কিন্তু বর্তমানে তাগিয়ে দাঁড়িয়েছে ৭ শতাংশে।'

অন্যদিকে, স্বচ্ছ ভারত প্রকল্পে শৌচাগার নির্মাণ প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা বলেন-নরেন্দ্র মোদী স্বচ্ছ ভারত প্রকল্পের মত ১৪ কোটি শৌচালয় বানিয়েছেন। এর মধ্যে বাংলার জন্য ৭২ লক্ষ। আপনারা কেউ পেয়েছেন? পাননি? তার মানে তৃণমূল কংগ্রেস পায়খানাও চুরি করেছে।'

এরপরে বিরোধী দলনেতা বলেন, ২০২৬ এ বাংলায় ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসবে। আর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় হবে ছয় শূন্য। এখানে ছটি আসনের মধ্যে ছয়টিতে বিজেপি জয়লাভ করবে।

স্বাস্থ্যে উষ্মা মমতার, ছয় নির্দেশ নবান্নের

নিজস্ব প্রতিবেদন: চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তার সঙ্গে কোনওরকম আপস করবেনা রাজ্য সরকার। উলুবেড়িয়া মেডিক্যাল কলেজ ও এসএসকেএম হাসপাতালে সাম্প্রতিক চিকিৎসক নিগ্রহের ঘটনার প্রেক্ষিতে ডাকা বৈঠকে সুস্পষ্টভাবে এই বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার নবান্নে হাসপাতাল সুরক্ষা নিয়ে ডাকা উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষায় একাধিক নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মূলত তাঁর নির্দেশে এই বৈঠকের আয়োজন করেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। পরে মুখ্যমন্ত্রী নিজেও কালীঘাট থেকে ভার্চুয়ালি যোগ দেন বৈঠকে এবং হাসপাতালগুলিতে নিরাপত্তা জোরদার করার একাধিক পরামর্শ দেন।

সূত্রের খবর, বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সব সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রিন্সিপাল, সুপার, প্রতিটি জেলার জেলাশাসক, পুলিশ কমিশনার ও জেলা পুলিশ সুপাররা। কলকাতা পুলিশের কমিশনারও বৈঠকে যোগ দেন। মূল আলোচ্য ছিল সরকারি হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা রোধে তা আরও কীভাবে শক্তিশালী করা যায়। পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালের নিরাপত্তা পরিকাঠামোও পর্যালোচনা করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত সিসিটিভি লাগানো হলেও তার সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না। সিসিটিভি কার্যকরভাবে মনিটর না হওয়ায় বহু ঘটনা চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে।' তিনি স্পষ্ট নির্দেশ দেন, প্রতিটি হাসপাতালে সিসিটিভি নজরদারি ব্যবস্থার ওপর কঠোর তদারকি রাখতে হবে। একই সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগকারী এজেন্সিগুলির কাজের মান খতিয়ে দেখার পরামর্শ দেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'যাঁরা নিরাপত্তার কাজে যুক্ত হচ্ছেন, তাঁদের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক বাধ্যতামূলক করতে হবে।'

এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী সতর্ক করেছেন হাসপাতাল চত্বরে দালালচক্র ও ভেজাল ওষুধের রমরমা রুখতে। তাঁর নির্দেশ, রোগী ও তাঁদের পরিবারের যেন কোনওভাবেই প্রতারণার শিকার না হতে হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি আগুন লাগলে তা দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য প্রতিটি হাসপাতালের দমকল ব্যবস্থা ও অগ্নিনির্বাপন পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার নির্দেশও দেন তিনি।

যারা অস্থায়ী কর্মী, বিভিন্ন সংস্থা মারফত নিয়োগ হচ্ছে, তাদের প্রত্যেকের পুলিশ ভেরিফিকেশন বাধ্যতামূলক।

প্রত্যেক দিন কতজন নিরাপত্তারক্ষী থাকছেন, তাদের প্রত্যেক দিনের হাজিরা খাতা জমা করতে হবে সরাসরি হাসপাতালের উপাধ্যক্ষের কাছে।

প্রত্যেক দিনের রিপোর্ট পাঠাতে হবে স্বাস্থ্য ভবনকে।

কোন ওয়ার্ডে কাদেরকে ডিউটি দেওয়া হচ্ছে নিরাপত্তারক্ষীদের প্রত্যেক দিনের সেই তালিকা তৈরি রাখতে হবে সিকিউরিটি সুপারভাইজারকে।

হাসপাতালের অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ ছাড়াও সিকিউরিটি অফিসার তিন পর্যায়ের আধিকারিকরা গোটা বিষয়টি দেখভাল করবেন।

বৈঠকে জেলা প্রশাসনগুলির উদ্দেশে মুখ্যসচিব ছ'টি নির্দেশিকা দিয়েছেন। যার মধ্যে, নিরাপত্তাকর্মীদের পুলিশ যাচাই, হাজিরা খাতা সঠিক ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা, কাজের রস্টার তৈরি করা, স্বাস্থ্য ভবনে দৈনিক রিপোর্ট পাঠানোর বিষয় রয়েছে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বৈঠকে পুলিশকর্তাদের ডেকে নেওয়াকে 'তাৎপর্যপূর্ণ' বলে মনে করছেন প্রশাসনিক মহলের অনেকে। কারণ, পর পর ঘটনাগুলি যতটা না স্বাস্থ্যসংক্রান্ত, তার চেয়েও বেশি নিরাপত্তা এবং আইন-শৃঙ্খলার সঙ্গে জড়িত।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের তরফে একাধিক কড়া নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

প্রতিটি জেলায় পুলিশ ও স্বাস্থ্য দপ্তরের যৌথ সমন্বয় বৈঠক করতে বলা হয়েছে, যাতে নিরাপত্তা ব্যবস্থার কোনও ফাঁক না থাকে। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরও আগামী কয়েক দিনের মধ্যে প্রতিটি জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে হাসপাতালভিত্তিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়ে পাঠাবে। মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, 'হাসপাতালে রোগী ও চিকিৎসক, উভয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। কোনও গাফিলতি সহ্য করা হবে না।'

উল্লেখ্য, সম্প্রতি উলুবেড়িয়া মেডিক্যাল কলেজ ও এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসক নিগ্রহের ঘটনার রাজ্যজুড়ে ক্ষোভের ঢেউ ওঠে। তৎপরতার সঙ্গে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তার পরই প্রশাসন থেকে হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর জোরদার নজরদারির নির্দেশ আসে।

আরজিকর হাসপাতালে ঘটনার পর থেকেই সুরক্ষা ব্যবস্থা শক্ত করা হলেও, পরপর এই ধরনের ঘটনার পর নবান্ন এবার আরও কঠোর পদক্ষেপ নিতে চলেছে বলে সূত্রের খবর।

ইন্দোরে শ্লীলতাহানি দুই অজি ক্রিকেটারের, ধৃত যুবক

ভোপাল, ২৫ অক্টোবর: ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে এসে শ্লীলতাহানির শিকার ২ অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার। মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের একটি ক্যাফেতে যাওয়ার পথে শ্লীলতাহানির শিকার ২ অস্ট্রেলিয়ান মহিলা ক্রিকেটার। বাইকে চেপে এক ব্যক্তি প্রকাশ্য রাস্তায় দিনে-দুপুরে ওই দুই মহিলা ক্রিকেটারকে হেনস্থা করে। এই ঘটনায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আইসিসি ওমেন্স ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতেই এক সপ্তাহ ধরে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া টিম। শনিবারই পুলিশের তরফেই প্রথম বিষয়টি সামনে আনা হয়। জানানো হয় যে অস্ট্রেলিয়া টিমের দুই মহিলা ক্রিকেটারকে শ্লীলতাহানির ঘটনায় এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, দুই দিন আগে, ২৩ অক্টোবর ঘটনাটি ঘটে। অস্ট্রেলিয়া মহিলা ক্রিকেট টিম র‍্যাডিসন ব্লু হোটেলে থাকছে। সকাল ১১টা নাগাদ সেখান থেকেই সামনের একটি ক্যাফেতে যাচ্ছিলেন দুই মহিলা ক্রিকেটার। অভিযুক্ত বাইকে চেপে তাদের পিছু নেয় এবং তাদের শরীরে হাত দেয় অভিযোগ। বিপদ বুঝে মোবাইলে তারা এসওএস মেসেজ পাঠায়। সঙ্গে সঙ্গে টিমের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিকিউরিটি অফিসার গাড়ি পাঠান।

বৃহস্পতিবার রাতে স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করে অস্ট্রেলিয়ার সিকিউরিটি ম্যানেজার। অ্যাসিস্টেন্ট পুলিশ কমিশনার হিমানী মিশ্রা দুই খেলোয়াড়ের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাদের বয়ান রেকর্ড করেন। এর ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করা হয়। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৭৪ ও ৭৮ ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়।

সিসিটিভি ফুটেজ দেখে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্তকে। জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আগেও ক্রিমিনাল রেকর্ড রয়েছে।

জেলায় জেলায় ম্যাপিং শেষ, নভেম্বর শুরুতে এসআইআর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সদ্যই বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ সম্পন্ন করেছে নির্বাচন কমিশন। এবার বাংলা-সহ গোটা দেশেই এসআইআর হতে চলেছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, আগামী মাসের শুরু থেকেই রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হবে। মূলত অবৈধ অনুপ্রবেশকারী-সহ অযোগ্য ভোটারদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে কমিশন। তারা বলেছে, যাতে শুধুমাত্র যোগ্য ভারতীয় নাগরিকরাই ভোটদানের অধিকার পান সেটা নিশ্চিত করতেই এই সংশোধনী।

এদিকে, বাংলায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষার ঘোষণা এখনও করেনি জাতীয় নির্বাচন কমিশন। তবে তার আগে জেলায় জেলায় ম্যাপিংয়ে যে ছবি উঠে এসেছে, তাকে কেন্দ্র করে একাধিক প্রশ্ন উঠছে। বেশিরভাগ জেলায় বর্তমান ভোটার তালিকার সঙ্গে পঞ্চাশ শতাংশও মিল পাওয়া যাচ্ছে না ২০০২ সালের ভোটার তালিকার। দুই ২৪ পরগনায় পঞ্চাশও পার করতে পারেনি ম্যাপিং। হাওড়ার চিত্র আরও খারাপ। জেলাজুড়ে অর্ধেক মানুষকেই এবার কাগজপত্র দেখাতে হবে।

বাংলায় এসআইআর শুরুর আগে জেলায় জেলায় 'ম্যাপিং অ্যান্ড ম্যাচিং'-র কাজ শেষ হয়েছে। জেলায় জেলায় ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে ২০২৫ সালের ভোটার তালিকা মিলিয়ে দেখা হয়। সেখানে দেখা যায়, হাওড়ায় দুই ভোটার তালিকায় মিল রয়েছে ৩৮ শতাংশ। অর্থাৎ হাওড়ায় বর্তমান ভোটার তালিকার ৬২ শতাংশের নাম উঠেছে ২০০২ সালের পর। হুগলিতে দুই ভোটার তালিকায় মিল ৫৬ শতাংশ। উত্তর ২৪ পরগনায় তা ৪১ শতাংশ। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৪৫ শতাংশ। দক্ষিণ কলকাতায় ৩৫ শতাংশ, উত্তর কলকাতায় ৫৩ শতাংশ, পশ্চিম মেদিনীপুরের ৬৪ শতাংশ ও পূর্ব মেদিনীপুর ৬৭ শতাংশ মিল পাওয়া গিয়েছে।

আবার কোচবিহারে দুই ভোটার তালিকার মধ্যে মিল ৪৮ শতাংশ। আলিপুরদুয়ারে তা ৫৪ শতাংশ, কালিম্পংয়ে ৬৫ শতাংশ, উত্তর দিনাজপুরে ৪৪ শতাংশ, দক্ষিণ দিনাজপুরে ৫৫ শতাংশ, মালদহে ৫০ শতাংশ, মুর্শিদাবাদে ৫৬ শতাংশ, নদিয়ায় ৫১ শতাংশ, পুরুলিয়ায় ৬৩ শতাংশ, বাঁকুড়ায় ৭৯ শতাংশ, বীরভূমে ৫৩ শতাংশ, পূর্ব বর্ধমানে ৭৩ শতাংশ এবং পশ্চিম বর্ধমানে ৩১ শতাংশ মিল রয়েছে।

বেশিরভাগ জেলায় ম্যাপিংয়ের ছবি দেখে চিন্তার ভাঁজ কমিশনের অন্দরে। বিহারে এসআইআর হলেও আগে ম্যাপিং হয়নি। পরে দেখা গিয়েছে, ষাট শতাংশ ভোটারের মিল ছিল আগের বিশেষ নিবিড় সমীক্ষার সঙ্গে। প্রশ্ন উঠছে, এই রাজ্যে এমন ছবি কেন?

প্রয়াত অভিনেতা সতীশ শাহ

■ ফের দুঃসংবাদ বলিউডে। প্রয়াত বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা সতীশ শাহ। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। অভিনেতার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন জনি লিভার। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের বন্ধুকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ অভিনেতা। শোকের ছায়া বলিউডে। অজস্র ছবি এবং হিন্দি ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন তিনি। শোনা যাচ্ছে, কিডনি বিকল হয়ে মৃত্যু হয়েছে অভিনেতার। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তড়িঘড়ি হিন্দুজা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে, কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি।

'গণতন্ত্র পাকিস্তানে ভিনগ্রহের ব্যাপার'

অধিকৃত কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘনে রাষ্ট্রসংঘে সোচ্চার ভারত

নিউ ইয়র্ক, ২৫ অক্টোবর: রাষ্ট্রসংঘে কাশ্মীর নিয়ে প্রশ্ন তুলে পাল্টা পাক অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে) নিয়ে তোপের মুখে পড়তে হল পাকিস্তানকে। পাকিস্তানের 'অবৈধ ভাবে দখল' করা এলাকায় মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে সরব হল ভারত। গণতন্ত্র নিয়েও ইসলামাবাদকে খোঁচা দিল নয়াদিল্লি। শুক্রবার রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পর্বতানেনি হরিশ কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের তোলা প্রশ্নের জবাব দিয়ে বলেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষ ভারতের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করে নিজেদের মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন। আমরা জানি এই ধারণা পাকিস্তানে ভিনগ্রহী ব্যাপার।'

পাকিস্তানের অবৈধ ভাবে দখল করা এলাকাগুলিতে মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করার আহ্বানও জানিয়েছেন ভারতের প্রতিনিধি। তিনি বলেন, 'আমরা বলছি যে, অবৈধ ভাবে দখল করা এলাকায়, যেখানে সাধারণ মানুষ পাক সেনার শাসন, শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে, সেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা বন্ধ করুক পাকিস্তান।'

অক্টোবরের গোড়ায় 'মৌলিক অধিকারের' দাবিতে এবং সরকারের বিরোধিতা করে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মানুষজন। পুলিশ

এবং পাক সেনার সঙ্গে দফায় দফায় সংঘর্ষে জড়ান তাঁরা। সংঘর্ষে বেশ কয়েক জনের মৃত্যু হয়। সেই সময়ই একটি বিবৃতি দিয়ে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল পাক অধিকৃত কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারের নিন্দা করেছিলেন। ফের পাক অধিকৃত কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে ইসলামাবাদকে তোপ দাগল নয়াদিল্লি।

শুক্রবার রাষ্ট্রসংঘের বৈঠকে বক্তব্য রাখেন ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি পর্বতানেনি হরিশ। কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের প্রশ্নের জবাব তিনি বলেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষ ভারতের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করে নিজেদের মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন। আমরা জানি এই ধারণা পাকিস্তানে ভিনগ্রহী ব্যাপার।' কারণ সেখানে গণতন্ত্র বলে কিছু নেই। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রসঙ্গে হরিশ বলেন, 'আমরা বলছি যে, অবৈধ ভাবে দখল করা এলাকায়, যেখানে সাধারণ মানুষ পাক সেনার শাসন, শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে, সেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা বন্ধ করুক পাকিস্তান।'

মুশারফ জমানায় মার্কিন হাতে পাক পরমাণু অস্ত্র

নয়াদিল্লি, ২৫ অক্টোবর: পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফকে কোটি কোটি ডলারে কিনে নিয়েছিল আমেরিকা! এমনই বিস্ফোরক দাবি জন কিরিয়াকউ নামের প্রাক্তন সিআইএ আধিকারিকের। ১৫ বছর তিনি ওই দায়িত্বে ছিলেন। সংবাদ সংস্থা এএনআইকে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় নানা বিষয়েই কথা বলেন তিনি। যার মধ্যে অন্যতম নিঃসন্দেহে মুশারফ ও পাকিস্তান নিয়ে এই দাবি। এবং ওই অর্থের বিনিময়ে মুশারফ আমেরিকার হাতে কার্যতই পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ তুলে দেন বলে দাবি যার মধ্যে অন্যতম অবশ্যই পরমাণু অস্ত্রভাণ্ডার।

সিআইএ-র সন্ত্রাসবিরোধী ডেস্কের প্রাক্তন আধিকারিক কিরিয়াকু এক সময়ে ছিলেন পাকিস্তানেও। গত জুলাই মাসে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি দাবি করেছিলেন, ইসলামাবাদের যাবতীয় পরমাণু হাতিয়ার পেন্টাগনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তিনি বলেন, 'পরমাণু অস্ত্রের কমান্ড এবং নিয়ন্ত্রণ বেশ কয়েক বছর আগেই পাক সরকার একজন মার্কিন জেনারেলের হাতে তুলে দিয়েছে। ফলে প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে পরমাণু যুদ্ধের আশঙ্কা অনেকটাই কমে গিয়েছে।'

কিরিয়াকু মঙ্গলবার সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে বলেন, 'কোটি কোটি ডলার অনুদান দিয়ে জেনারেল পারভেজ মুশারফকে কিনে নিয়েছিল আমেরিকা। তিনিই

বিস্ফোরক দাবি প্রাক্তন সিআইএ কর্তার

পরমাণু অস্ত্রের চাবি এক মার্কিন জেনারেলের হেপাজতে দিয়েছিলেন।' প্রায় ১৫ বছর সিআইএ-র নানা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকা কিরিয়াকুর কথায়, 'আমরা পাক পরমাণু অস্ত্র কিনে নিয়েছিলাম।' সিআইএ-র গুপ্ত তথ্য (বেসরকারি ভাবে) যে পেন্টাগন পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্রাগার নিয়ন্ত্রণ করে। মোশারফ আমেরিকার হাতে নিয়ন্ত্রণ তুলে দিয়েছিলেন কারণ তিনি আপনাদের অনুমান মতোই ভয় পেয়েছিলেন (জঙ্গিদের হাতে পারমাণবিক অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ফাঁস করার অভিযোগে ২০১২ সালে কিরিয়াকুকে গ্রেপ্তার করেছিল মার্কিন সরকার। বিচারে ৩০ মাসের জেল হয় তাঁর। সেই শাস্তি ভোগ করা সত্ত্বেও 'স্বভাব' পাল্টাননি তিনি।

এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, '২০০২ সালে যখন আমি পাকিস্তানে ছিলাম, তখন আমাকে বলা হয়েছিল জনের কথায়, 'পাক সেনা আল কায়দা নিয়ে মাথা ঘামাত না। ওরা ভারতের কথা ভাবত। মোশারফ ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ চালানোর সময় সন্ত্রাসবাদ দমনে আমেরিকার পক্ষে থাকার ভান করেছিলেন।'

চলে যাওয়া)।'

তিনি দাবি করছেন, মুশারফ 'ডবল গেম' খেলছিলেন সেই সময়। প্রকাশ্যে আমেরিকার জঙ্গিদমন অভিযানের সঙ্গে থাকছিলেন। অন্যদিকে পাক সেনা ও জঙ্গিদের ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালাতে দিচ্ছিলেন।

বিএলও বিতর্কে ফের তপ্ত রাজনীতি

শুভেন্দুর অভিযোগে পাল্টা কটাক্ষ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের নির্বাচনী আবহে ফের চড়ছে রাজনৈতিক পারদ। শনিবার সকালেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে রাজ্যের শাসক দলকে নিশানা করেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা এলাকার এক বুথ লেভেল অফিসারের (বিএলও) রাজনৈতিক যোগসূত্রের অভিযোগ তুলে তিনি নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপ দাবি করেন। শুভেন্দু দাবি করেন, সংশ্লিষ্ট বিএলও অফিসার তৃণমূলের স্থানীয় সভাপতি এবং তাঁর স্ত্রী ওই ব্লকের নির্বাচিত সদস্য। তাঁর বক্তব্য, এই ধরনের রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত ব্যক্তিরা সরকারি দায়িত্বে থাকলে নির্বাচনী প্রক্রিয়া বিকৃত হতে পারে। কমিশন যেন দ্রুত ব্যবস্থা নেয়। এই অভিযোগ ঘিরে মুহূর্তে চাঞ্চল্য ছড়ায় রাজনৈতিক মহলে। শুভেন্দুর মন্তব্যে বিজেপি শিবিরে তীব্র প্রতিক্রিয়া, আর শাসক তৃণমূলকে ঘিরে নতুন করে বিতর্ক। তৃণমূলের পাল্টা কটাক্ষ 'লোডশেডিং অধিকারী' এবং নির্বাচনী নৈতিকতা! পাল্টা জবাবে তৃণমূল শুভেন্দুর অভিযোগের পরই পাল্টা আক্রমণে নামে। দলের তরফে কটাক্ষ, কালো চশমা পরে দেখার মতো যাঁর স্মৃতি, তিনি এখন ভোটের সততার পাঠ দিচ্ছেন, সত্যিই বিস্ময়কর!

এরপরেই তৃণমূল তুলে ধরে বিজেপি-শাসিত রাজ্যের উদাহরণগুলো; আসামের রাজ্যপাল গুলাবচন্দ কাটারিয়া রাজস্থানের বিজেপি সভায় যোগ দিয়েছিলেন। মধ্যপ্রদেশের সৎনা জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকরা নির্বাচনের আগে আরএসএস অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন। কর্ণাটকের পঞ্চায়েত অফিসার প্রবীণ কুমার কেপি আরএসএসের শতবর্ষ উদযাপনে সংগঠনের পোশাক পরে অংশ নিয়েছিলেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি শেখর কুমার যাদব বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আয়োজিত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। প্রাক্তন বিজেপি মুখপাত্র আরতি অরুণ সাঠে-কে বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি করা হয়েছে। তৃণমূলের পাল্টা তির, যদি শুভেন্দুর যুক্তিই মানতে হয়, তবে রাষ্ট্রপতিকে বলুন; বিজেপি ঘনিষ্ঠ রাজ্যপাল, বিচারপতিদের সবাইকে পদচ্যুত করুন! কিন্তু তা হবে না; কারণ ভন্ডামিই তো বিজেপির আসল মতবাদ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, শুভেন্দুর এই অভিযোগ রাজ্যের নির্বাচনী প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। অন্যদিকে, তৃণমূলের তির্যক জবাব কেন্দ্রীয় স্তরে 'বিজেপি-আধিপত্যের রাজনীতি' নিয়ে বার্তা দেয়। তাঁদের মতে, শুভেন্দু প্রশাসনের ভূমিকা ঘিরে তীব্র সুরে চাল রাখছেন, আর তৃণমূল সেটিকে কৌশলে ঘুরিয়ে জাতীয় রাজনীতির মঞ্চে নিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে ভোটের আবহে কেন্দ্র ও রাজ্যের রাজনৈতিক সংঘাত আরও প্রকট হয়ে উঠবে। রাজনৈতিক মহল একমত, 'বিএলও বিতর্ক' রাজ্য রাজনীতিতে নতুন ঢেউ তুলেছে। ভোটের আগে প্রশাসন, নিরপেক্ষতা ও দলীয় প্রভাব নিয়ে এই টানাপোড়েনেই পরবর্তী দিনের প্রধান রাজনৈতিক লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে।

বাংলায় কথা বললেই কি বাংলাদেশে পাঠানো হবে? প্রশ্ন শশীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিজেপি রাজ্যসভার এক সদস্যের সাম্প্রতিক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। লখনউতে ওই বিজেপি সাংসদ ঝাড়ুদারদের 'বাংলাদেশি' ও 'জঙ্গি' বলে আখ্যা দিয়েছেন; এই বক্তব্যের তীব্র নিন্দা করে শশী পাঁজা প্রশ্ন তুলেছেন, ভাবুন তো, এদের উদ্ধততা কতদূর গিয়েছে! পশ্চিমবঙ্গের এক পুলিশ অফিসারকেও বিরোধী দলনেতা 'খালিস্তানি' বলে দেগে দিয়েছেন। এভাবে মানুষকে 'খালিস্তানি', 'জঙ্গি' বা 'বাংলাদেশি' বলে অপমান করা কবে থামবে?

মন্ত্রী আরও বলেন, সোনালি খাতুন, যিনি গর্ভবতী ছিলেন, তাঁকে এবং আরও পাঁচজনকে কেবল বাংলায় কথা বলার অপরাধে ভুলবশত বাংলাদেশে নির্বাসিত করা হয়েছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলায় কথা বললেই কি বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে?

শশী পাঁজা জানান, বাংলাদেশের হাইকোর্ট ও কলকাতা হাইকোর্ট উভয়েই নির্দেশ দিয়েছেন যে, এই ছ'জনকে চার সপ্তাহের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে হবে। কারণ তাঁরা আমাদের মাটির সন্তান। তাঁরা ভারতীয় নাগরিক, বীরভূমের বাসিন্দা।

মন্ত্রী শশী পাঁজার বক্তব্যে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যদিও মন্ত্রীর রাজনৈতিক আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজ্যের গেরুয়া শিবিরের তরফে যদিও এই মন্তব্যের কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৬ শে অক্টোবর, ৮ ই কার্তিক। রবি বার। পঞ্চমী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী শনি, বিংশোত্তরী বুধের মহাদশা। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অতীতের কোন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। দেবদেবীর ঐশ্বরিক কৃপা পাওয়া যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। যারা সেলস পারসন, তাদের নতুন যোগাযোগ বৃদ্ধি। স্কুল কলেজে শিক্ষকতা করেন যারা, তাদের শুভ যোগ। জমি বাড়ি বাস্তুতে শুভ। গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, এক মনে দেবাদিদেব মহাদেবের ছবি কল্পনা করুন, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃষ রাশি : একরাশ দুশ্চিন্তা থাকবে। যে বান্ধব আজ আপনার পাশে দাঁড়াবে বলেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন না। সকালে পরিবারে বাজার করা। দোকান করা। এইসব নিয়ে ছোট ছোট বিতর্ক বড় তর্কের আকার ধারণ করবে। প্রেমে অশান্তিদায়ক অবস্থান। ছাত্র-ছাত্রীদের অশুভদায়ক। সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে, ভগবান শিবের ধ্যান করুন নিশ্চয়ই ভালো হবে।

মিথুন রাশি : দুপুর বারোটা পর্যন্ত শুভ। তারপরে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল। প্রেমের বিষয়ে কোনো গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। যা নিয়ে পরে, কলহ বিবাদ বৃদ্ধি হবে। সেল্স রিপ্রেসেন্টেটিভ যারা, তাদের যোগাযোগে বাধা। রেল বা পোস্ট অফিস সংক্রান্ত বিভাগে যারা চাকরি করেন, তাদের বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সতর্ক থাকা ভালো। গৃহ মন্দিরে কপূর আরতি করুন মা কালীর ছবিতে। শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্দিরে দান প্রদানে শুভ। পুরাতন বান্ধব বাড়িতে আসার সম্ভাবনা। আপনার কোন নিমন্ত্রণে যাওয়ার কথা। দোকান বাণিজ্য যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তি। ম্যানুফ্যাকচারিং বাণিজ্য যারা করেন, তাদের নতুন যোগাযোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমে ও শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, আগামী তে ভোগ দান করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে। আজ, ১১ টি প্রদীপ জ্বালুন গৃহ মন্দিরে।

সিংহ রাশি : বহুদিনের কোনো ভাবনা, আজ শুভ হয়ে ব্যবসা বৃদ্ধির সহায়তা করবে। পরিচিত যে জন আপনাকে ব্যবসায় সহযোগিতা করবে বলেছিলেন, তিনি আজ আসছেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি। গৃহ মন্দিরে প্রদীপ জ্বালুন। কোপূর দিয়ে আরতী করুন মহাকালীর শক্তিকে পুজো করুন শুভ হবে। আগামী অমাবস্যা তে আপনার পছন্দের একটি ভোগ, গৃহ মন্দিরে নিবেদন করুন। শুভ হবে।

কন্যা রাশি : পরিবারে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। ভুল বোঝাবুঝির দ্বারা নিজ সম্মান খুন্ন হবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা, অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। আজ গৃহতে প্রদীপ জালুন কপূর জালুন, নিশ্চিত শুভ হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা ছিল তা একটু বাধা পড়বে। যারা লেখালেখি করেন, তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর অশুভ নজর থাকবে।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বার্তা। প্রেমে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ের কথা পাকা হতে পারে। কর্মে নতুন উদ্যোগ ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। যে প্রতিবেশীকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি পালন করার জন্য, সৌভাগ্যবৃদ্ধি হবে। বান্ধব যোগ শুভ।। আপনার পছন্দের ভোগ দিয়ে মহাকালীর সামনে নিবেদন করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকবে। প্রেমিক যুগল সফলতা পাবেন, তবে অতি ব্যয় থেকে সতর্ক থাকা ভালো। যারা উচ্চবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে।কর্মের অনুসন্ধান যারা করছেন তারা আগামী প্রতি অমাবস্যা তে যোগে কালিকা পুজো মায়ের চরণে ভোগ নিবেদন করুন।

ধনু রাশি : প্রতিবেশীর দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ বিশেষত যারা টেকনিক্যাল এবং মেকানিক্যাল কাজ করেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। আজ বাণিজ্যে অর্থ লগ্নি করতে পারেন। বাণিজ্য প্রসারে বিজ্ঞাপন বাবদ বা বিশেষ কোন খাতে লগ্নি করতে পারেন। বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। তবে ব্যয় বেশি হবে। প্রতি অমাবস্যা তে মহাকালির সামনে ভোগ নিবেদন করুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে তাতে ছোট ঘটনা কে, কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। নিজেকে সংশোধন করলে শুভ হবে। ধৈর্য রাখা, মাথা ঠান্ডা রাখা, অন্যের কথা বেশি শোনা, তাহলে শান্তির বাতাবরণ। প্রতি অমাবস্যা তিথি তে মহাকালী র সামনে ভোগ নিবেদন করুন, মহাকালী দেবী আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবেন।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব ভুল বোঝাবুঝি। বিতর্ক তৈরি হবে। দেবী মহাকালীর পুজো, গোটা নারিকেল দান। পঞ্চ প্রদীপ আরতী করুন। কপূর আরতি করুন। মহাদেবের সামনে। ছাত্র-ছাত্রীদের সতর্ক থাকতে হবে যে কোন সময় মনে নৈরাশ্য হতাশা হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা।

মীন রাশি : আজ পুরাতন বান্ধব ও বান্ধবীর দ্বারা শুভ উপদেশ পাবেন, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লাগবে। বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। এই তিথিতে গোটা ফল দান করুন। শুভ হবে প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা এবং সন্তানের বিষয়ে যে জটিলতা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

(স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়া বাবার আবির্ভাব দিবস।
ষঠপঞ্চমী ব্রত। জ্ঞান পন্ঞ্চমী ব্রত।
সাহিত্যিক মোহিত লাল মজুমদারে র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ২৫/০৬/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫৫ নং এফিডেভিট বলে Rehena Bibi ও Bibi Rehena D/o. Sk Yunus সাং সাভুয়া, মাগুরা, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/১০/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৮ নং এফিডেভিট বলে Sk Mohimuddin & Seikh Mohimuddin & Mohimuddin Seikh S/o. Late Sk Murad Box সাং ভায়ড়া, বেলুন, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

AFFIDAVIT

গত 13/10/2025, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে 363 নং এফিডেভিট বলে আমি Radha Paswan W/o. Mahendra Paswan D/o. Late Basanta Paswan ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার Paternal Aunt (পিসিমা) Jagiya Dosad D/o. Late Kishan Dosad W/o. Late Phuleswar Dosad @ Phuleswer Pashyon & Jogiya Dosad W/o. Phuleswar Dosad @ Phuleswer Pashyon & Jagiya Dosad W/o. Fuleswar Dosad (জাগিয়া দোসাদ স্বামী ফুলেশ্বর দোসাদ) & Jagiya Dosad W/o. Late Phuleswar Dosad D/o. Late Kishan Dosad (জাগিয়া দোসাদ স্বামী প্রয়াত ফুলেশ্বর দোসাদ পিতা ৺কিষান দোসাদ) and Jagiya Paswan W/o. Phuleswer Pashyon সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেলদ্বয় **শ্রীমতী গৌরী মান্ডি** স্বামী গোপীনাথ মান্ডি, পিতা রূপচাঁদ সরেন, সাকিম মান্দারা, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৩০১ এবং **শ্রীমতী মনোরমা সরেন** স্বামী ৺ঠুরকা সরেন, সাকিম ভরামল্ল্যভপুর, বাসুড়ী, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৩, উভয়েই সাঁওতাল সম্প্রদায় ভুক্ত, তাহাদের তপশীলি উপজাতির সাঁওতাল সম্প্রদায় ভুক্ত সম্পত্তি যাহা জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, ২৮ নং জে.এল. ভুক্ত, পশ্চিম গোপীনাথপুর মৌজায়, হাল এল.আর. ৬২৫ নং খতিয়ানে, ১৮২৭ নং দাগে শালি জমি ০৭ শতক সম্পত্তি তফশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিক্রয় করিবেন। ইচ্ছুক তফশিলি উপজাতি ব্যক্তি ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন। প্রকাশ থাকে যে, যদি কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উক্ত সম্পত্তির ওপর কোনো দাবী, অংশ, স্বত্ব, অধিকার বা অন্য কোনো আপত্তি থাকে, তবে তাহারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে যথাযথ প্রামাণ্য নথিসহ আমার মক্কেলদ্বয়ের সহিত উপরোক্ত ঠিকানায় (ফোন নং- ৮১৭০৯০৬৬৬০) যোগাযোগ করবেন। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোনো আপত্তি বা দাবী উত্থাপিত না হলে, তা পরিত্যক্ত বলে গণ্য হবে এবং ভবিষ্যতে কোনো দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না। অতঃপর আমার মক্কেল নির্ধারিত বিক্রয় লেনদেন যেকোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পন্ন করবেন।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু)**
চন্দননগর আদালত, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমত্যা শিবুরানী দেবী** স্বামী ৺শিবপ্রসাদ চ্যাটার্জী ও **২)কুমারী ক্ষেন্তরানী বন্দোপাধ্যায়** পিতা ৺নিত্যগোপাল বন্দোপাধ্যায়, উভয়ের সাকিম মোবারকপুর, দেবীপুর, মেমারী, বর্দ্ধমান, মহাশয়াদ্বয় বিগত ইং ১৯/০৯/২০০৭ তারিখে এ.ডি.এস.আর., কালনা, বর্ধমান অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00089/2007 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(৩)শ্রী হীরন বন্দোপাধ্যায়** পিতা ৺নিত্যগোপাল বন্দোপাধ্যায়, সাকিম মোবারকপুর, দেবীপুর, মেমারী, বর্দ্ধমান) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি **শ্রী হীরন বন্দোপাধ্যায়** বিগত ইং ১১/০৮/২০১০ তারিখে এ.ডি.এস.আর., সদর, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03533/2010 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সামসুন নাহার বেগম স্বামী মসিয়ার রহমান** সাকিম বনগোপাল, রামনাথপুর, পোলবা, হুগলী, মহাশয়াকে তপশীল- জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা ভূষালি, ১৬ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৪৯১, ৪০৮, ৪৮৬ ও ২২২ নং খতিয়ানে, ১)আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৮০ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় **২৭ শতক** ও ২)আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৮৬ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৩৪ শতকের মধ্যে **১৭ শতক**, একুনে দুইটি দাগে **মোট ৪৪ শতক** সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি, যাহা অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত সম্পত্তি নামপত্তন করিবার পূর্বে **সামসুন নাহার বেগম** মহাশয়ার মৃত্যু হইলে তাহার ওয়ারিশানগণ **১)সাবিরা বেগম, ২)মমতাজ মন্ডল, ৩)অসিফার রহমান সেখ, ৪)মুজাফর রহমান** একত্রে উক্ত সম্পত্তির মধ্যে **২৭ শতক সম্পত্তি** Pure Agri Sorting & Equipments Private Limited-এর পক্ষে প্রতিনিধি, পরিচালকগণ **১)অভিজিৎ সাহা, ২)শুভাশীষ ঘোষ, ৩)সুদীপ্ত চক্রবর্ত্তী, ৪)রাজীব সাহা** মহাশয়ের নামে বিক্রয় করিয়াছেন যাহা নাম পত্তন করিবার জন্য **বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে** বর্তমান ক্রেতাগণ আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**শ্রী হীরন বন্দোপাধ্যায়** (আমমোক্তার)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

আ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ **৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

ছটপুজো উপলক্ষে বাজে কদমতলা ঘাটে (বাবুঘাট) ব্যারিকেড লাগানোর কাজ চলছে। ছবি- অদিতি সাহা

পুরস্কৃত প্যাটন গ্রুপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জল, স্যানিটেশন এবং স্বচ্ছতা বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নেয়ার জন্য রোটারি ন্যাশনাল সিএসআর পুরস্কারে সম্মানিত করা হল প্যাটন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডকে। সংস্থার পক্ষ থেকে পুরস্কারটি গ্রহণ করেছেন প্যাটন গ্রুপের প্রেসিডেন্ট প্রিয়ম বুধিয়া। প্রিয়ম বুধিয়া গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন সহ শিশুদের উন্নত স্বাস্থ্যবিধি, জল সংরক্ষণ,

পানীয় জলের সহজলভ্যতা-সহ নানা বিষয়ে কাজ করেছেন। এছাড়া প্যাটন গ্রুপ ওয়াটার জল সংরক্ষণের উন্নত ব্যবস্থা, কন্টাক্টলেস সুরক্ষিত হ্যান্ডওয়াশ স্টেশন, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ সহ নানা প্রজেক্টের মাধ্যমে গ্রামীণ পরিবেশে উন্নতি আনার আন্দোলনে সামিল হয়েছে।

দেশদ্রোহিতার নতুন মুখ মমতা ও মহুয়া! বিজেপির পাল্টা তোপে তৃণমূল-বিজেপি সংঘাত তীব্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিজেপি রাজ্যসভার সদস্য ব্রিজলালের বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরে ফের তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপি সাংসদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মইত্র। তিনি এক্স (টুইটার)-এ লেখেন, লখনউতে বিজেপি সাংসদ ব্রিজলাল দলিত সাফাইকর্মীদের 'জঙ্গি' ও 'বাংলাদেশি' বলেছেন। এই সাংসদকেই বিজেপি দু'বার বাংলায় পাঠিয়েছিল। এখন কোথায় গেল বঙ্গ বিজেপি-এর প্রতিবাদের মুখ? নিজেদের দেশেই দলিতদের অপমান করছে বিজেপি! এবারে বিজেপি; না হবে ৫০ পার!

মহুয়ার এই মন্তব্যের পরেই বিজেপির তরফে তীব্র পাল্টা প্রতিক্রিয়া আসে। গেরুয়া শিবিরের বক্তব্য, দেশদ্রোহিতার নতুন মুখ; মমতা ও মহুয়া! একদিকে বিদেশে বসে ভারতের গৌরবকে ছোট করছেন মুখ্যমন্ত্রী, অন্যদিকে ভারতীয়দের অপমানের পাশে দাঁড়াচ্ছেন তৃণমূলের সাংসদ! দেশের বিরুদ্ধে কথা বলা এখন তৃণমূলের অফিসিয়াল কালচার! বিজেপির দাবি, মহুয়া মৈত্রের বক্তব্য শুধু রাজনৈতিক শালীনতার সীমা লঙ্ঘনই নয়, তা ভারতবিরোধী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। গেরুয়া শিবিরের দাবি, তভারতবিরোধী মানসিকতা এখন তৃণমূলের পরিচয়। নিজের দেশের সাংসদদের বিরুদ্ধে কটূ মন্তব্য করে বিদেশের স্বার্থে কাজ করছেন তাঁরা।

তৃণমূল শিবির অবশ্য বিজেপির এই প্রতিক্রিয়াকে 'প্রচারের মুখোশ' বলেই কটাক্ষ করেছে। দলের এক শীর্ষ নেতার মন্তব্য, যারা দলিতদের 'বাংলাদেশি' বলে অপমান করেন, তারাই এখন দেশপ্রেমের মুখোশ পরে ঘুরছেন।

ব্রিজলালের মন্তব্য থেকে শুরু করে মহুয়া মৈত্রের পোস্ট; দুই দলের পাল্টা-পাল্টি আক্রমণে রাজনৈতিক আবহ ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বিশ্লেষকদের মতে, এই ঘটনাই প্রমাণ করছে; উত্তরপ্রদেশ থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ, দলিত ও সংখ্যালঘু রাজনীতি ঘিরে মুখোমুখি সংঘর্ষ আরও তীব্র হতে চলেছে।

কার্বাইড গানের বিস্ফোরণে মালদায় দৃষ্টিহীন হতে চলেছে বেশ কিছু শিশু!

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মধ্যপ্রদেশের ভূপালে সঙ্গে জড়িয়ে গেল মালদার নাম। কার্বাইড গান বিস্ফোরণে দৃষ্টিহীন হতে চলেছে বেশ কিছু শিশু ও তরুণ। মালদা জেলার এমন আট তরুণ ও কিশোরের সন্ধান মিলল যারা কার্বাইড গানের বিস্ফোরণে দৃষ্টি হারাতে বসেছে। যা নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন জেলার বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসকরা। মালদার চক্ষু চিকিৎসক সৌগত পোদ্দারের কাছে দুইজনের চিকিৎসা চলছে।

শুক্রবার মালদা শহরের এক চক্ষু বিশেষজ্ঞ দেবদাস মুখার্জির কাছে চোখ দেখাতে এসেছিল বছর ১৩-র কিশোর আকাশ বিশ্বাস। তার বাড়ি গাজোলের এক প্রত্যন্ত গ্রামে। হবিবপুর থেকে একইভাবে আহত বছর ২০-র তরুণ কিশোর বিশ্বাস। কিশোর বিশ্বাস জানান, তাদের গ্রামেরই একটি ছেলে সেই কার্বাইড গান তৈরি করেছিল। তাতে আগুন ধরে যায়। নেভানোর সময় হাত লেগে যায় কার্বাইডে। ভুলবশত সেই হাত চোখে লাগে। তারপর থেকেই সমস্যা বেড়ে যায়। এখন চোখে ঝাপসা দেখছি।'

গারুলিয়ায় গিরিশ ঘাটের বেহাল দশা, ক্ষুব্ধ ছটব্রতীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শুরু হয়েছে শক্তি ও আস্থার মহা-উৎসব ছটপুজো। আগামী ২৮ অক্টোবর উদীয়মান সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদন করে শেষ হবে এই পুজো। কিন্তু নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের গারুলিয়া পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের গিরিশ ঘাট বেহাল দশায় পরিণত। ছট ব্রতীদের পক্ষে এই ঘাটে পুজো করা একেবারেই অনুপযুক্ত। তথাপি নিরুপায় হয়ে ছট ব্রতীরা এই ঘাটেই পুজো করেন। গিরিশ ঘাট সংস্কারের দাবিতে শনিবার সোচ্চার হলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পাশাপাশি পাকা পোক্ত গঙ্গার পাড় বাঁধানোর তাঁরা দাবি করেন। ছট ব্রতী মামণি তাঁতি জানান, ঘাটের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ঝুঁকি নিয়েই খুব কষ্ট করে গিরিশ ঘাটে তাদের ছট পুজো করতে হয়। তাঁর অভিযোগ, গঙ্গা ভাঙন অব্যাহত। তথাপি দায়সারাভাবে পাড় বাঁধানো হয়। বর্ষাকালে জলের চাপ বাড়লে গঙ্গার পাড় ভেঙে যায়। তখন গঙ্গার জল এলাকায় ঢুকে পড়ে। গঙ্গার তীরবর্তী এলাকা জলমগ্ন থাকায় তিন-চারদিন তাদের অন্যত্র আশ্রয় নিতে হয়। স্থানীয় প্রবীণ বাসিন্দা হেমন্ত কুমার পন্ডিত শক্তপোক্তভাবে গঙ্গার পাড় বাঁধানোর দাবি করেন। তাঁর কথায়, ঠিকমতো পাড় না বাঁধালে, যেকোনও মুহূর্তে ভিটে-বাড়ি গঙ্গা গর্ভে তলিয়ে যাবে। এই বিষয়ে গারুলিয়া পুরসভার পুরপ্রধান রমেন দাস বলেন, ভাঙন রোধে পাড় বাঁধানোর কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

ছটপুজোয় 'গঙ্গাস্নান', চক্ররেল-সহ ট্রেন বাতিল ও নিয়ন্ত্রণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ছটপুজো উপলক্ষে নদীর ঘাটে বিপুল ভিড়ের আশঙ্কায় চক্ররেল পরিষেবায় নিয়ন্ত্রণ আনল পূর্ব রেল। রাজ্য প্রশাসনের অনুরোধে শিয়ালদহ বিভাগ ২৭ ও ২৮ অক্টোবর 'গঙ্গাস্নান' ও 'দন্ডি'-র দিনগুলিতে ট্রেন চলাচলে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে। যাত্রীদের নিরাপত্তা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে এই পদক্ষেপ বলে জানানো হয়েছে পূর্ব রেলের তরফে।

এই দু'দিন নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি কার্যকর থাকবে;

২৭ অক্টোবর, ২০২৫ (সোমবার)

মোট ৭টি বৃত্তাকার লোকাল ট্রেন (৩০৩২২, ৩০১২৮, ৩০৩২৪, ৩০৩৪৬, ৩০৩১২, ৩০৩১৪ ও ৩০১২২) কলকাতা স্টেশনে শর্ট টার্মিনেট করা হবে।

আরও ৭টি ট্রেন (৩০১৪৫, ৩০১২১, ৩০৩৩৩, ৩০৩৩১, ৩০৩১১, ৩০১১১ ও ৩০৩১৩) কলকাতা স্টেশন থেকেই শর্ট অরিজিনেট করবে।

১টি ট্রেন (৩০৩৪৪) বারাসাতে শর্ট টার্মিনেট হবে।

১টি ট্রেন (৩০১৫৪) শিয়ালদহ (নর্থ) পর্যন্ত ঘুরপথে চালানো হবে এবং সেখানেই শর্ট টার্মিনেট হবে। একইসঙ্গে ১টি ট্রেন (৩০১২৩) শিয়ালদহ (নর্থ) থেকে শর্ট অরিজিনেট করবে। ২টি ট্রেন (৩০১৪২ ও ৩০৩৩২) কাঁকুড়গাছি রোড জংশন, বালিগঞ্জ হয়ে মাঝেরহাট পর্যন্ত ডাইভার্টেড রুটে চলবে।

এছাড়া ১টি ট্রেন (৩০৩৫৩) মাঝেরহাট থেকে এবং ১টি ট্রেন (৩০১৩৫) বালিগঞ্জ হয়ে একই ডাইভার্টেড রুটে চলবে।

২টি ট্রেন (৩০৫১১, ৩০৭১১) বালিগঞ্জে শর্ট টার্মিনেট হবে এবং ২টি ট্রেন (৩০৭১২, ৩০৫৫২) বালিগঞ্জ থেকে শর্ট অরিজিনেট করবে।

২টি ট্রেন (৩০৩৪২, ৩০১১২) বালিগঞ্জে ডাইভার্টেড ও শর্ট টার্মিনেট হবে এবং ২টি ট্রেন (৩০৩২১, ৩০৩১৭) বালিগঞ্জ থেকে শর্ট অরিজিনেট হয়ে কাঁকুড়গাছি রোডের পথে চলবে।

এছাড়া মোট ৯টি ট্রেন (৩০৪১২, ৩০৪১৬, ৩০৪১১, ৩০৩৫১, ৩০৪৫১, ৩১২২৩, ৩০১১৩, ৩০১১৬ ও ৩১২৪২) সম্পূর্ণভাবে বাতিল থাকবে।

২৮ অক্টোবর, ২০২৫ (মঙ্গলবার)

৪টি ট্রেন (৩০৩২২, ৩০১২৮, ৩০৩২৪ ও ৩০৩৪৬) কলকাতা স্টেশনে শর্ট টার্মিনেট হবে এবং ৪টি ট্রেন (৩০১৪৫, ৩০১২১, ৩০৩৩৩ ও ৩০৩১১) কলকাতা স্টেশন থেকে শর্ট অরিজিনেট করবে।

১টি ট্রেন (৩০৩৪৪) বারাসাতে শর্ট টার্মিনেট হবে।

১টি ট্রেন (৩০১৪২) কানকুরগাছি রোড, বালিগঞ্জ হয়ে মাঝেরহাট পর্যন্ত ডাইভার্টেড রুটে চলবে।

১টি ট্রেন (৩০৫১১) বালিগঞ্জে শর্ট টার্মিনেট হবে এবং ১টি ট্রেন (৩০৩২১) বালিগঞ্জ থেকে শর্ট অরিজিনেট হয়ে কাঁকুড়গাছি রোড পথে চলবে।

১টি ট্রেন (৩০৩৪২) বালিগঞ্জে ডাইভার্টেড ও শর্ট টার্মিনেট হবে এবং ১টি ট্রেন (৩০৭১২) বালিগঞ্জ থেকে শর্ট অরিজিনেট করবে।

এছাড়া ৭টি ট্রেন (৩০৪১২, ৩১২২৩, ৩০১১৩, ৩০৪১১, ৩০৩৫১, ৩০১১৬ ও ৩১২৪২) বাতিল থাকবে।

পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ছটপুজোর সময়ে গঙ্গার ঘাটগুলিতে বিপুল ভিড়ের সম্ভাবনা থাকায় যাত্রী ও ভক্তদের নিরাপত্তাই এই নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। সকল যাত্রীকে নির্দিষ্ট ট্রেন পরিষেবার হালনাগাদ তথ্য জানার জন্য পূর্ব রেলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট বা রেল হেল্পলাইন ব্যবহারের অনুরোধ জানান হয়েছে।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ২৬ অক্টোবর ২০২৫, ৮ কার্তিক ১৪৩২, রবিবার

তৃণমূলকে কটাক্ষ সুকান্তর

■ তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও প্রাক্তন রাজ্য বিজেপি সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। কাকদ্বীপে মা কালীর প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে শনিবার এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের এই নোংরা চক্রান্তের বিরুদ্ধে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত রুখে দাঁড়াবে।

সুকান্তর অভিযোগ, কাকদ্বীপে মা কালীর প্রতিমা ভাঙার ঘটনায় মমতা প্রশাসন যাকে গ্রেপ্তার করেছে, সেই নারায়ণ হালদারের বাবা ভূপতি হালদার নিজেই স্বীকার করেছেন যে তিনি এবং তাঁর পুত্র দু'জনেই প্রত্যক্ষভাবে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। তিনি রাজ্যবাসীর উদ্দেশে আহ্বান জানিয়ে আরও লেখেন, সকলে দেখুন, শুনুন এবং বুঝুন; কিভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্বৃত্তরা পশ্চিমবঙ্গে সনাতনী হিন্দুদের ধর্মীয় আস্থা ও উপাস্য দেব-দেবীর উপর বারংবার আঘাত হানছে এবং পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশে পরিণত করার নোংরা চক্রান্ত চালাচ্ছে। বিজেপি নেতার কটাক্ষে স্পষ্ট, কাকদ্বীপের ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক সংঘাত আরও জোরালো হতে চলেছে।

শ্লীলতাহানির অভিযোগ

■ কালীপুজোর প্রতিমা বিসর্জনে বাজি ফাটানোর প্রতিবাদ করেছিল টালিগঞ্জের এক পরিবার। আর সেই প্রতিবাদের কারণে মাঝরাতে রাস্তায় চলে বেধড়ক মারধর ও হেনস্তা। এমনকী এক মহিলা সদস্যের শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল স্থানীয় কিছু যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাত ১১টা নাগাদ টালিগঞ্জের এক কালীপুজো মণ্ডপের বিসর্জনের সময়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পুজোর প্রতিমা বিসর্জনের সময় দেদার বাজি ফাটানো হচ্ছিল। ওই সময় এক পরিবার বাজি ফাটানোর বিরোধিতা করেন। তাঁদের দাবি, লাগাতার শধবাজির জন্য অসুস্থ মানুষ ও বয়স্কদের সমস্যা হচ্ছিল। কিন্তু প্রতিবাদ করতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে কিছু যুবক। এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, প্রথমে কথা কাটাকাটি থেকে শুরু হয়, তারপরেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কয়েকজন যুবক বাঁশ-লাঠি হাতে পরিবারের সদস্যদের মারধর করতে শুরু করে। ঘটনায় গুরুতর আহত হন পরিবারের কয়েকজন। শুধু তাই নয়, পরিবারের এক মহিলা সদস্যের শ্লীলতাহানির অভিযোগও উঠেছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে। আতঙ্কে চিৎকার করলে স্থানীয় কয়েকজন এগিয়ে এসে আক্রান্তদের উদ্ধার করেন। ঘটনার খবর পেয়ে টালিগঞ্জ থানার পুলিশ রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত পরিবারটি। অভিযোগের ভিত্তিতে এখনও পর্যন্ত দু'জনকে আটক করেছে পুলিশ। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে অন্য অভিযুক্তদের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

সাদা রংয়ের গাড়ি ঘিরে চাঞ্চল্য

■ শনিবার সকালে কলকাতার রেসকোর্স সংলগ্ন হসপিটাল রোডে নজরে আসে সাদা রংয়ের একটি চারচাকার। যা ভোররাত থেকেই ফুটপাথের ধারে পার্ক করে রাখা ছিল। প্রথমে কেউ গুরুত্ব না দিলেও সকাল হতেই চোখে পড়ে গাড়িটি পুরো কাপড় দিয়ে ঢাকা, জানলার কাচ বন্ধ, আর আশেপাশে কেউ নেই। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, রাত থেকেই একই জায়গায় গাড়িটি দাঁড়িয়ে ছিল। এই প্রসঙ্গে স্থানীয় এক দোকানদার জানান, 'রাত দেড়টা-দুটোর দিকে গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল, তারপর থেকে দেখেছি কাপড়ে ঢাকা। পুলিশ এসে খুলতেই দেখি ভিতরে লোক।' এদিকে দীর্ঘক্ষণ একটি গাড়ি এই ভাবে পুরো কাপড় দিয়ে ঢাকা অবস্থায় হেস্টিংস থানার পুলিশ আধিকারিকেরা গাড়ির কাছে গিয়ে ডাকাডাকি শুরু করে। দীর্ঘক্ষণ কোনও সাড়া মেলেনি। এরপর পুলিশ গাড়ির কাচে আঘাত করলে ভিতর থেকে আচমকাই নড়াচড়া লক্ষ্য করা যায়। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে আসে এক যুবক।

তৈরি হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়, বঙ্গে তাণ্ডব চালাবে মান্থা

মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৃষ্টির যেন শেষ নেই। আবারও বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত হল গভীর নিম্নচাপ। আর সেই নিম্নচাপ থেকেই জন্ম হবে ঘূর্ণিঝড় মান্থার। আর তার জেরে ফের একবার বৃষ্টিতে ভাসবে বাংলা! আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস বলছে, সোমবার তৈরি হবে ওই ঘূর্ণিঝড়। আর সেটা অন্ধ্র উপকূলের দিকে এগিয়ে যাবে, এমনটাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সঙ্গে এও জানিয়েছে, শনিবার রাতের মধ্যেই সুস্পষ্ট নিম্নচাপ গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে এবং রবিবার গভীর নিম্নচাপ পরিণত হবে অতি গভীর নিম্নচাপে।

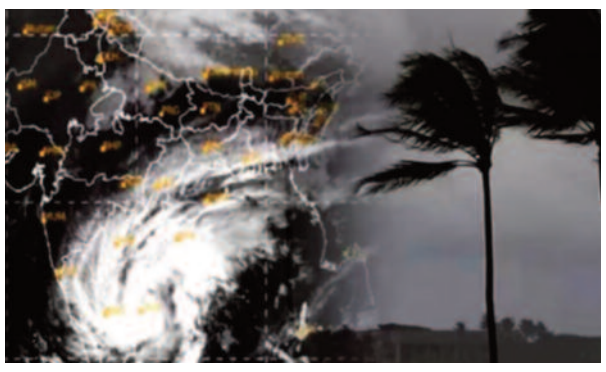

এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে জগদ্ধাত্রী পুজোয়। সোমবার অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু লাগোয়া সাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে। তার জেরেই রাজ্যে হবে বৃষ্টি। শনিবার থেকেই হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে উপকূলে। আগামী সপ্তাহে মঙ্গলবার,

বুধবার ও বৃহস্পতিবার রাজ্যের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। কলকাতা ও হুগলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তবে ঘূর্ণিঝড় কোথায় আছড়ে পড়বে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে উপকূলে দমকা বাতাস বইতে পারে। সেই কারণে মঙ্গলবার থেকে মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। সোমবারের মধ্যে উপকূলে ফিরে আসতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। শনিবার সুস্পষ্ট নিম্নচাপ রাতের মধ্যেই গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে এবং রবিবার গভীর নিম্নচাপ পরিণত হবে অতি গভীর নিম্নচাপে।

পাশাপাশি আগামী কয়েকদিনে কোথায় কেমন আবহাওয়া থাকবে সে ব্যাপারেও জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। রবিবার হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে শুধুমাত্র দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কিছু অংশে। এরপর সোমবার রাতে ও মঙ্গলবার সকালে অর্থাৎ ছটপুজোর দিন বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়বে। দক্ষিণবঙ্গে থাকবে মেঘলা আকাশ। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই। থাকবে বজ্রপাতের আশঙ্কাও। সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। বৃষ্টির সঙ্গে উপকূলের ও উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। বুধবার বৃষ্টির সম্ভাবনা হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম এই ছয় জেলায়। বৃহস্পতিবারও পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি রয়েছে।

মমতা ব্যানার্জি একশোবার গঙ্গায় স্নান করলেও, তৃণমূলকে বাঁচাতে পারবেন না: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মমতা ব্যানার্জি ১০০ বার গঙ্গাসাগরে স্নান করলেও, তৃণমূলকে উনি বাঁচাতে পারবেন না। শনিবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই দাবি করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন তিনি বলেন, বাংলায় মমতা ব্যানার্জির শাসনের শেষ সময় চলছে। এসআইআর হলেও তৃণমূল যাবে। আর এসআইআর না হলেও তৃণমূল যাবে। তাঁর দাবি, তৃণমূলের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে। মমতা ব্যানার্জি ১০০ বার গঙ্গাসাগরে স্নান করলেও, তৃণমূলকে উনি বাঁচাতে পারবেন না। প্রসঙ্গত, বঙ্গে বিরোধী মুখ হিসেবেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বারংবার শাসকদলের রোষে পড়ছেন। এপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, যারা লড়াই করেন, তাঁরাই তো টার্গেট হন। কিন্তু যারা লড়াই করেন না, তাঁরা টার্গেট হবেন কি করে। প্রসঙ্গত, গুলি চালানো মামলায় রাজ্যের শীর্ষ আদালত শুক্রবার জানিয়ে দিয়েছে, আগামী ছয় সপ্তাহ অর্জুন সিংকে কোনও মামলায় গ্রেপ্তার করা যাবে না। ওই ছয় সপ্তাহের মধ্যে তাঁকে আগাম জামিনের আবেদন করতে হবে। উচ্চ আদালতের নির্দেশ, ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনারের নেতৃত্বে সিট গঠন করে তদন্ত করতে হবে। এদিন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, সিসিটিভি ফুটেজে ঘটনার দিন স্পষ্ট দেখা গেছে স্থানীয় কাউন্সিলরের পুত্র এবং আরেকজন অপরাধীকে। অথচ পুলিশ তাদেরকে গ্রেপ্তার করেনি। তাঁর দাবি, গুলি চললে ওদের হাত দিয়ে গুলি চলেছিল। অথবা যিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন নিজের পিস্তল থেকে তাঁর গুলি লাগতে পারে। ঘটনাস্থলে তাঁরা গিয়ে দেখেন ওই ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে রয়েছেন। তাঁকে তিনি তুলে

হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। বিজেপি নেতার আরও দাবি, ঘটনার সময় তাদেরকে সিসিটিভি ফুটেজে কোথাও দেখা যায়নি। তাঁর সাফ বক্তব্য, পুলিশ চারদিক সিসিটিভি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলেছে। সুতরাং গুলি চালানোর সিসিটিভি ফুটেজ পুলিশ প্রকাশ্যে আনুক। কিংবা সেই ফুটেজ পুলিশ আদালতে জমা দিক। পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা আরও বলেন, তৎকালীন জগদ্দল থানার ওসি তৃণমূলের নির্দেশে এসব কাজ করেছে। তাছাড়া স্থানীয় কাউন্সিলরের পুত্রকে বলির পাঁঠা করা হচ্ছে। বিজেপি নেতার কথায়, তাঁর সঙ্গে লড়লে নাকি ওদের দলে দর বাড়ে। কিন্তু ওরাই তো বলির পাঁঠা হবে।

নিউটাউনের অভিজাত আবাসনের নীচ থেকে উদ্ধার গৃহবধূর দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন: নিউটাউনের অভিজাত আবাসনের নীচ থেকে উদ্ধার এক গৃহবধূর রক্তাক্ত দেহ। ওই গৃহবধূ আত্মঘাতী হয়েছেন না কি তাঁর মৃত্যুর পিছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত ওই গৃহবধূর নাম রচনা পরিওয়াল (৪২)। শুক্রবার রাতে এই ঘটনা ঘটে নিউটাউনের সাপুরজি এলাকার এলিডা গার্ডেন নামে একটি বিলাসবহুল আবাসনে।

পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার রাত এগারোটা নাগাদ ওই আবাসনের নিরাপত্তারক্ষীরাই টেকনো সিটি থানায় ফোন করে জানান যে একজন মহিলার রক্তাক্ত দেহ আবাসনের নিচে পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় টেকনো সিটি থানার পুলিশ। ওই গৃহবধূকে উদ্ধার করে আরজি কর হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই আবাসনের দশতলার ফ্ল্যাটে থাকতেন ওই গৃহবধূ। তাঁর স্বামী দীপেশ পারিওয়াল কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী। ঘটনার সময় আবাসনের ফ্ল্যাটেই ছিলেন ওই গৃহবধূর স্বামী এবং ছেলে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, পারিবারিক গণ্ডগোলের কারণেই সম্ভবত আত্মঘাতী হয়েছেন ওই গৃহবধূ। যদিও তাঁর মৃত্যুর পিছনে অন্য কোনও রহস্য আছে কি না, তা জানতে মৃতার স্বামী, ছেলে সহ পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

ছটপুজোতে পুণ্যার্থীদের আগ্রহ বাড়ছে কৃত্রিম জলাশয়ে, জানাল কলকাতা পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ছটপুজোতে মূলত অভিযোগ ওঠে জল দূষণ নিয়ে। শেষপর্যন্ত বহু কাঠখড় পোড়ানোর পর জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশে অনেকটাই রক্ষা করা গিয়েছে কলকাতা শহরের অন্যতম এই দুই সরোবরকে। এদিকে কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে সরোবর বন্ধ থাকায় যাতে কোনও সমস্যা তৈরি না হয় পুণ্যার্থীদের তা নিয়ে পদক্ষেপ করা হয়েছে। তৈরি করা হয়েছে কৃত্রিম জলাশয়। আর তাতে সুফলই শুধু মেলেনি এমনকী অনেকেই ব্যক্তিগত ভাবেই কলকাতা পুরনিগমের কাছে আবেদন করেছেন এলাকায় কৃত্রিম জলাশয় তৈরি করে দেওয়ার জন্য। অনেকে অনুমতি নিয়ে কৃত্রিম জলাশয় তৈরি করার জন্য জানিয়েছে কর্তৃপক্ষকে, এতে খুশি কলকাতা পুরসভা।

এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিক জানান, 'মনে হচ্ছে মানুষের মধ্যে দূষণ নিয়ে অল্পবিস্তর সচেতনতা বৃদ্ধি

পাচ্ছে। তাঁরা নিজেদের এলাকায় বাড়ির ধারে কাছে ছোট আকারে হলেও কৃত্রিম জলাশয় তৈরির জন্য বলছেন। অনেকে আবার নিজেও করে নিচ্ছেন। আর এটা বিশেষ করে দেখা যাচ্ছে বেলেঘাটা সুভাষ সরোবর অঞ্চলে।' পাশাপাশি তাঁর সংযোজন, 'এবার শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে সেই আবেদন এসেছে। আমাদের পক্ষে তা বেশি সংখ্যায় করে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই যারা নিজেরা করতে চেয়েছেন, আমরা অনুমতি দিয়েছি। পরেরবার আলোচনার ভিত্তিতে এই সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব কি না, সেটা খতিয়ে দেখা হবে।'

উল্লেখ্য, কালীপুজোর পর্ব মিটতেই পুরদস্তুর শুরু হয়েছে ছটের প্রস্তুতি। কয়েক লাখ হিন্দিভাষী মানুষজন এই উৎসব পালন করেন কলকাতায়। এই ছট ঘিরে আগে থেকে অনেকটাই দূষণ ঠেকাতে সতর্ক থাকে কলকাতা কর্পোরেশন ও কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভলপমেন্ট অথরিটি বা কেএমডিএ। কর্পোরেশন সূত্রে খবর, ৮৫, ৮৮, ৮৯ এবং ৬৮ নম্বর ওয়ার্ড মিলিয়ে ছ'টি কৃত্রিম জলাশয় তৈরি করছে কলকাতা কর্পোরেশন। গত বছরের তুলনায় সংখ্যায় দু'টি অতিরিক্ত। পাশাপশি অনেকেই ছোট ছোট কৃত্রিম জলাশয় করার আবেদন এসেছে।

কলকাতা পুরসভা সূত্রে এও জানা গিয়েছে, তাদের তরফে এই বছর সব মিলিয়ে ২০০-র বেশি জায়গা প্রস্তুত করা হয়েছে ছট পালনের জন্য। আগামী সপ্তাহের শুরুতেই সোম ও মঙ্গলবার ছট পুজো। তার আগেই গঙ্গার ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ১৫০টি ঘাট প্রস্তুত করা হচ্ছে। সেই জায়গাগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে। পোশাক বদলের জায়গা করা হচ্ছে। পানীয় জল ও আলোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এর সঙ্গেই কর্পোরেশন ও কেএমডিএ কমবেশি ৫০টি পুকুর প্রস্তুত করেছে এই পুজো উপলক্ষ্যে।

পার্ক স্ট্রিট হত্যা: খুনের সব প্রমাণ সাফ করে ঘটনাস্থল ছেড়েছে আততায়ীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুক্রবার পার্কস্ট্রিটের রফি আহমেদ কিদওয়াই রোডের একটি হোটেলের ঘরের বক্স খাট থেকে উদ্ধার হয় এক যুবকের দেহ। খুন করে ওই যুবকের দেহ বক্স খাটে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল বলে অনুমান তদন্তকারীদের। পাশাপাশি তদন্তকারীরা এও অনুমান করছেন যে, পূর্ব পরিকল্পনা করে হোটেলে কিছু ঘণ্টার জন্য নিয়ে গিয়ে খুন করা হয়েছে ওই যুবককে। খুনের পর যাতে কোনও প্রমাণ পুলিশ না পায়, তা নিশ্চিত করতে চেয়েছিল আততায়ীরা। এদিকে ময়নাতদন্তের পর চিকিৎসকরা পুলিশকে জানিয়েছেন, দড়ির মতো কোনও বস্তু দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে ওই যুবককে। তদন্তকারীদের ধারনা, সম্ভবত বেডশিট দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়, সেই বেডশিট সঙ্গে করে নিয়ে গেছে আততায়ীরা।

এখানেই শেষ নয়, এতটাই আততায়ীদের বুদ্ধি যে, যাতে তাদের কোনও ডিএনএ ট্রেস না পাওয়ার যায়, তার জন্য হোটেলের মধ্যে খাওয়া মদের বোতল ও সিগারেটের বাডসগুলো পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। এদিকে হোটেলে ঢোকার আগেও তিনজন একসঙ্গে মদ্যপান করে বলে জানতে পেরেছে পুলিশ ।

শুধু তাই নয়, ভুল আধার কার্ড দিয়েই হোটেলে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছিল। ফলে সেই সূত্র থেকেও আততায়ীদের পরিচয় জানতে পারার কোনও উপায় নেই। এখন শুধুমাত্র অভিযুক্তদের সিসিটিভি সূত্র ধরে শনাক্ত করার চেষ্টা করছে পুলিশ। তবে হোটেলে যারা সঙ্গী হিসেবে এসেছিলেন তাদের চিহ্নিত করে তদন্তে অগ্রগতি আনতে চাইছে

পুলিশ। সিসিটিভি ফুটেজে মৃত যুবকের দু'জন সঙ্গীর ছবি মিলেছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। এদের চিহ্নিতকরণের কাজ করা হয়েছে। এখন তাদের খুঁজে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তের সূত্র পেতে চাইছেন তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরা। মৃত যুবকের ট্র্যাক রেকর্ডও দেখছেন তদন্তকারী অফিসারেরা। মৃতের মোবাইল থেকে ডিজিটাল এভিডেন্স খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাস্থল সিল করে রাখা হয়েছে। সঙ্গে এও জানা গেছে, হোমিসাইড , সায়েন্টিফিক উইং ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর ফরেন্সিক টিমের আসার সম্ভাবনা।

এই ঘটনায় আপাতত যে তথ্য পুলিশের হাতে এসেছে তা হল, ওড়িশার বাসিন্দা রাহুল লাল নামে এক ব্যক্তির নামে হোটেলের তিন তলার একটি ঘর বুক করা হয়েছিল। কিন্তু গত বৃহস্পতিবারই হোটেল থেকে চেক আউট করেন ওই ব্যক্তি। এরপর শুক্রবার ওই ঘরে নতুন একজন আবাসিক আসেন। তিনিই হোটেলের ঘরের ভিতর থেকে পচা গন্ধ পেয়ে হোটেলের কর্মীদের জানান। তখনই খোঁজাখুঁজির পর ঘরের ভিতরে থাকা বক্স খাটের ভিতরে ওই যুবকের দেহ উদ্ধার হয়। এরপরেই পুলিশে খবর দেয় হোটেল কর্তৃপক্ষ। মৃতদেহে হালকা পচন ধরেছিল বলেই খবর। মৃত যুবকের মুখে, নাকে রক্ত জমাট বেঁধেছিল।

এর পাশাপাশি পুলিশের তরফ থেকে এও জানা গেছে যে, রাহুলের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ রয়েছে। নিজে মাদকাসক্তও। ফলে তার 'সঙ্গী' দুই আততায়ীও অপরাধ জগতের বলে সন্দেহ পুলিশের। তাদের সঙ্গে রাহুলের পুরনো গোলমাল ছিল, তাদের মধ্যে টাকার লেনদেন ঘিরে গোলমালের সম্ভাবনা রয়েছে। তারই জেরে রাহুলকে খুনের উদ্দেশ্য নিয়ে তারা হোটেলের ঘরভাড়া নেয় বলে সন্দেহ পুলিশের। রাহুলকে অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়ে তাঁকে খুন করা হয় বলে পুলিশের সন্দেহ। খুনের পর দুই আততায়ী ওড়িশা বা ভিনরাজ্যে পালিয়েছে বলে অভিমত পুলিশের। মোবাইলের সূত্র ধরে তাদের শনাক্তকরণ ও সন্ধান চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এসএসকেএম-এ নাবালিকা নির্যাতনের ঘটনার তদন্তে হাসপাতালে পৌঁছলেন পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস।

ভুয়ো জন্ম শংসাপত্র জমা দেওয়ায় ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পাসপোর্টের জন্য ভুয়ো জন্ম শংসাপত্র জমা দেওয়ায় এক যুবককে গ্রেপ্তার করল কলকাতা পুলিশের সিকিউরিটি কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন। ধৃত যুবকের নাম মৌসম খান। ধৃতের বাড়ি মৌসম খানের বাড়ি চারুমার্কেট এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, মৌসম খান কিছু দিন আগেই পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেছিলেন। বিভিন্ন নথির সঙ্গে নদিয়ার চাপড়া থেকে তৈরি জন্ম শংসাপত্র জমা দেন। নথি দেখে সন্দেহ হয় দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের। জমা করা জন্ম শংসাপত্র যাচাই করে তদন্তকারীরা জানতে পারেন সেটা ভুয়ো। এরপরই শুক্রবার ভুয়ো নথি জমা করায় মৌসমকে গ্রেপ্তার করে এসসিও। এরপর তদন্তকারী আধিকারিকেরা ধৃত যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পেরেছেন, টাকার বিনিময়ে চাপড়া থেকে ভুয়ো জন্ম শংসাপত্রটি তৈরি করেছিলেন মৌসম। এরপর শনিবার ধৃতকে এদিন আদালতে তোলা হলে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। এই জন্ম শংসাপত্র তৈরির ক্ষেত্রে কোনও চক্র কাজ করছে কি না, ধৃত যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে চাইছে পুলিশ। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, যে এলাকায় আবেদনকারীর বাড়ি, সেখান থেকে অনেক দূরের কোনও জায়গা থেকে তাঁর জন্ম শংসাপত্র ইস্যু করা

হয়েছে। এর পিছনে কোনও চক্র কাজ করছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, এর আগেও পাসপোর্ট তৈরির জন্য ভুয়ো জন্ম শংসাপত্র দেওয়ায় একাধিক গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটেছে। চলতি বছরের মে মাসে মহম্মদ আফতাব আলম নামে রাজাবাগানের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিল এসসিও। মালদার মানিকচক থেকে তাঁর জন্ম শংসাপত্র ইস্যু করা হয়েছিল। মে মাসেই বাদল সাহানি নামে ইকবালপুরের এক যুবককে ভুয়ো জন্ম শংসাপত্র জমা দেওয়ায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। গোসাবা পাঠানখালি থেকে ইস্যু হয়েছিল তাঁর জন্ম শংসাপত্রটি। পাসপোর্টের জন্য ভুয়ো জন্ম শংসাপত্র জমা করায় গত বছরের নভেম্বরে পূর্ব বর্ধমানের মেমারির এক বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করেছিল সেখানকার পুলিশ।

সম্পাদকীয়

এলপিজির দামেই নাকি মূল্যবৃদ্ধি, কিন্তু দাওয়াই কোথায়?

কোনও টোটকাতেই কাজ হচ্ছে না। বিগত কয়েক মাস ধরেই খাদ্যপণ্য-সহ সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম আকাশ ছুয়েছে। বিভিন্ন জিনিস ক্রমশ সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। সম্প্রতি বেশ কিছু পণ্য ও পরিষেবায় জিএসটির হার কমলেও, বাজারদর নাগালের মধ্যে আসেনি। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য বারবার দাবি করেছেন, এটা জিএসটি সাশ্রয় উৎসব। দেশবাসী হাজার হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করছেন। দেশজুড়ে ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বাড়ছে এবং অর্থনীতিতে গতি আসছে।মূল্যবৃদ্ধির হার প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছে। তথ্য বলছে, সামগ্রিক মূল্যবৃদ্ধির হার গত সেপ্টেম্বরে ১.৫ শতাংশে নেমেছে। অগাস্ট মাসে তা ছিল ২.১ শতাংশ। ২০১৭ সালের জুন মাসের পর থেকে দেশের মূল্যবৃদ্ধির হার এত নীচে নামেনি কখনও। খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির হারও অনেকটাই কমের দিকে। কারণ, শাকসবজি, ডাল এবং মশলাপাতি সস্তা হয়েছে। তবে বেড়েছে ডাল, ডিম, ভোজ্যতেল, ফল, দুধ, তৈরি খাবার এবং নরম পানীয়, মাছ, মাংস এবং চিনি। এসবের পরেও খাবারদাবার ছাড়া বাকি কোথাও রেহাই মিলছে না সাধারণ মানুষের। বাস্তব বলছে, খাবারদাবার বাদ দিয়ে তেল, সাবান, শ্যাম্পুর দাম উর্ধ্বমুখী। পাশাপাশি মূল্যবৃদ্ধির হারে ইন্ধন জোগাচ্ছে সোনা এবং রুপোর দাম। সঙ্গী হয়েছে আবাসন, তামাকজাত দ্রব্য, জুতো, স্বাস্থ্য বা চিকিৎসা সংক্রান্ত খরচ। এমনকি পরিবহণ, মোবাইল রিচার্জের মতো ক্ষেত্রেও খরচ বেড়েছে। সরকার অবশ্য এসব মানতে নারাজ। এখন প্রশ্ন, এর থেকে মুক্তি মিলবে কীভাবে? রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সাফ জানিয়েছে, মুদ্রাস্ফীতিতে লাগাম দেওয়ার ক্ষেত্রে গত সেপ্টেম্বরে কিছুটা সাহায্য করেছিল বিদ্যুৎ খরচ। কিন্তু জ্বালানির মধ্যে বেড়ে যাওয়া রান্নার গ্যাসের দাম মূল্যবৃদ্ধিতে লাগাম পরানোর ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। চলতি মাসে প্রকাশিত শেষ মাসিক বুলেটিনে তারা স্পষ্ট জানিয়েছে, এলপিজির দাম বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা চলছেই। আর সেটাই মূল্যবৃদ্ধিতে অক্সিজেনের কাজ করছে।

সম্প্রতি ভারতে তালিবানি বিদেশমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নারীবিদ্বেষবিরোধী প্রতিবাদ অত্যন্ত জরুরি ছিল

স্বপনকুমার মণ্ডল

সম্প্রতি আফগানিস্তানে তালিবানি সরকারের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি ভারতে এসে শুধু মাত্র বাছাই করা কয়েকজন পুরুষ সাংবাদিকদের নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করায় স্বাভাবিক ভাবেই তীব্র প্রতিবাদ আছড়ে পড়ে। ১০ অক্টোবর নয়াদিল্লির আফগানিস্তানে দূতাবাসে সেই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে দেশজুড়ে তীব্র প্রতিবাদ দেখা দেয় । বিশেষ করে নারীদের যে দেশে শুধু সম্মান বা শ্রদ্ধাই করা হয় না, তাঁদের স্বমহিমায় উচ্চাসনে সামিল করে গর্ববোধ করা হয়,সেখানে নারীবিদ্বেষী তালিবানি বিদেশমন্ত্রীর মহিলা সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার না দিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করার ঔদ্ধত্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের উপরেও বর্তায় বলে অনেকের ধারণা। এজন্য সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি থেকে শুরু করে বিভিন্ন মহল ও নারী সংগঠনের পক্ষে সোচ্চার প্রতিবাদ দেশের মধ্যে শোরগোল ফেলে দেয় । সেক্ষেত্রে তালিবানি সরকারের চেয়ে স্বাভাবিক ভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার প্রয়াস জারি থাকে । অথচ কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে তার কোনও ভূমিকা না থাকার কথা বললেও বিষয়টি দেশের মানুষের কাছে অস্বস্তিকর মনে হয়। বিশেষ করে ভারতের মতো বিশ্বনন্দিত নারীপ্রগতির দেশে বিদেশি বিদেশমন্ত্রীর মহিলা সাংবাদিকদের বাইরে রেখে সাংবাদিক সম্মেলন করার বিষয়টি কোনওভাবেই মেনে যায় না। সেক্ষেত্রে ঐতিহ্য পরম্পরায় নারীদের সমানাধিকার যে দেশে সগৌরবে বহমান, সর্বত্র নারীদের উত্তরণ ও সাফল্যে দেশবাসী গর্ববোধ করে থাকে, সেখানে তালিবানি উগ্র নারীবিরোধী ঘৃণ্য মানসিকতাকে মেনে নেওয়া তার স্বধর্মের পরিপন্থীই নয়, বিদেশি স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে নিজের আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে মৌলবাদীদের কাছে রীতিমতো বশ্যতা স্বীকার করাও। সেদিক থেকে এই প্রতিবাদ অত্যন্ত জরুরি ছিল এবং তা ফলপ্রসূও হয়েছে । ঘটনার আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই আবার আফগানিস্তানের দূতাবাসে মহিলা সাংবাদিকদের সঙ্গে নিয়ে তালিবানি বিদেশমন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলন করাই তার প্রমাণ । সেক্ষেত্রে চাপে পড়ে তালিবানি বিদেশমন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলন করাটাও কেন্দ্রীয় সরকারের সদর্থক ভূমিকার প্রশংসা দাবি করে। শুধু তাই নয়, চাপে পড়ে মহিলা সাংবাদিকদের নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করাটাও ঐতিহাসিক মাইলফলক হয়ে থেকে গেল।

চার বছর আগে ২০২১-এর ১৫ আগস্টে ভারত তার ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসে অমৃত মহোৎসবে মেতে উঠেছিল, সেদিনই আফগানিস্তানে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে দ্বিতীয় বার তালিবানি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় । এর আগে আফগানিস্তানে প্রথম তালিবানি সরকারকে (১৯৯৬-২০০১) ভারত স্বীকৃতি দেয়নি,উল্টে তীব্র বিরোধিতা করেছিল। এবারে তেমন বিরোধিতা নেই। অন্যদিকে দ্বিতীয় বারে তালিবানি শাসনে ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তির উত্থানে যে দুটি বিষয় সারা পৃথিবী জুড়ে আতঙ্কিত হাতছানি বয়ে এনেছিল,তার প্রথমটিই নারীবিরোধী উগ্র মানসিকতা । ধর্মীয় অনুশাসন তখন রাষ্ট্রীয় শাসনে পরিণত হওয়ায় নারীদের পর্দানসীন পরাধীন জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে সে দেশে তালিবানি শাসনের আগে নারীশিক্ষা থেকে নারী স্বাধীনতার যে মুক্ত পরিসর ছিল,তা আকস্মিক ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। মোট কথা নারীদের সেখানে ধর্মীয় শৃঙ্খলে বন্দি জীবন ক্রমশ অমানবিক বর্বরতায় আধুনিকতাবিমুখ মধ্যযুগীয় দাসত্বের পরিচয়ে প্রকট হয়ে ওঠে । নারীর উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তার কর্মক্ষেত্র, ক্ষমতায়ন থেকে সাংস্কৃতিক বিস্তার, সব ক্ষেত্রই রুদ্ধ হয়ে পড়ে। ধর্মীয় বিধানে নারীদের অমানবিক ব্রাত্য জীবনের পরিচয়ে তালিবানি শাসনের ভয়ঙ্কর প্রতাপ আধুনিক বিশ্বে ত্রাস সৃষ্টি করে চলে । অন্য আরও একটি বিষয়, আধুনিক শিল্পসংস্কৃতির প্রতি তালিবানি রক্তচক্ষু দেখে বিশ্বের সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। শিল্পীদের বাদ্যযন্ত্র ভেঙে ফেলে,তাঁদের জীবনসংশয় করে তোলে । সেখানে অহিংসার পূজারী বুদ্ধদেবের বিপুল আকৃতির মূর্তিগুলি নির্বিচারে ভেঙে ফেলার বীভৎসতা কাটিয়ে উঠতে সংবেদনশীল বিশ্বনাগরিক মানসে অনেকদিন সময় লেগেছিল। সেদিক থেকে ধর্মান্ধ তালিবানিদের ধর্মীয় বিদ্বেষে নারীদের প্রতি অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গি শুধু আফগানিস্তানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েনি, অসভ্য ও বর্বরতার ত্রাসসৃষ্টিকারী তালিবানি শাসন নিজেই একটি ত্রাসের নাম। যখনই ধর্মীয় গোঁড়ামির থেকে ধর্মীয় বিদ্বেষের কথা সামনে চলে আসে,তখনই মৌলবাদীর পরাকাষ্ঠায় তালিবানি শাসনের কথা সামনে হাজির হয়। সেদিক থেকে ধর্মনিরপেক্ষ ও বহুত্ববাদীর মহান দেশ আমাদের ভারতে তালিবানি বিদেশমন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলনে মহিলা সাংবাদিকদের বাইরে রাখার বার্তা স্বাভাবিক ভাবেই জনমানসে তীব্র প্রতিবাদ ঘনিয়ে তোলে । এটিই কাম্য ছিল । আসলে মন থেকে মানতে না পারলে মনের কথা মুখে চলে আসে। এই না-পারাটাই ভারতীয় উদার মানবিকতার পরিচয়। অন্যদিকে মহিলা সাংবাদিকদের ডেকে নিয়ে দ্বিতীয় বার সাংবাদিক সম্মেলন করাটা শুধু এ দেশের গৌরবই শ্রীবৃদ্ধি করেনি,সেইসঙ্গে তালিবানি শাসনের ভোলবদলের বার্তা প্রকাশেও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে।

মহিলা সাংবাদিকদের নিয়ে দ্বিতীয় বার সাংবাদিক সম্মেলন করায় স্বাভাবিক ভাবেই তালিবানি বিদেশমন্ত্রীকে নারীবিরোধী অসংখ্য অপ্রিয় প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় । সেক্ষেত্রে আফগানিস্তানে তালিবানি শাসনে নারীদের বৈষম্যপীড়িত পর্দানসীন পরাধীন জীবনের আকাঁড়া প্রশ্নবাণে জর্জরিত করার ক্ষেত্রটি স্বাভাবিক ভাবে গড়ে তোলা ধারণার বশবর্তী হয়ে উর্বর হয়েই ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রথমদিকে যেভাবে তালিবানি শাসন নিয়ে চর্চার পরিসর সরগরম হয়ে উঠেছিল, তা ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। স্বভাবধর্মে প্রতিবাদও একসময় নিস্তেজ হয়ে যায় । কিন্তু তাতে পরিবর্তিত ঘটনাপরম্পরা সামনে না আসায় বদ্ধমূল ধারণার হেরফের ঘটে না। তালিবানিদের ক্ষেত্রেও ঘটেনি। এজন্য সাংবাদিক সম্মেলনে সরাসরি তালিবানি বিদেশমন্ত্রীকে সরকারি ভাবে নারীবিরোধী প্রশ্নের অবতারণা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে । সেখানে নারীশিক্ষা বন্ধ করা থেকে নারীদের গৃহবন্দি রাখা,অফিসে কাজ করায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন উঠে আসে । এতে তালিবানি বিদেশমন্ত্রী সরকারের 'নারীবিরোধী' মানসিকতাকে অস্বীকার করেন। শুধু তাই নয়, সে দেশে নারীশিক্ষা প্রচলিত আছে এবং স্কুল ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১ কোটি শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৮ লক্ষ মহিলা ও বালিকা। মাদ্রাসাতে স্নাতকস্তর পর্যন্ত পড়ানো হয় । অনেক জায়গায় তার বেশিও পড়ানোর কথা জানান বিদেশমন্ত্রী । অন্যদিকে নারীশিক্ষায় নিষেধাজ্ঞা এখনও বর্তমান,সেকথাও তালিবানি বিদেশমন্ত্রীর মুখে উঠে আসে । তাঁর কথায়, 'কিছু ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ রয়েছে । কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমরা শিক্ষায় বাধা দিচ্ছি। আমরা কখনও মহিলা শিক্ষাকে হারাম বলে ঘোষণা করিনি। পরবর্তী নির্দেশ পর্যন্ত তা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।' (তথ্যসূত্র আনন্দবাজার পত্রিকা) সেক্ষেত্রে ধর্মীয় আইনের মধ্যে থেকে নারীশিক্ষা কতদূর বিস্তৃত হতে পারে,তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায় । অন্যদিকে তালিবান সরকার যে নারী-পুরুষে বৈষম্যবিরোধী নয়, সে কথাও আমির খান মুত্তাকি জানিয়ে বলেন 'আফগানিস্তানে ইসলামের আইন চলে। ইসলাম অনুযায়ী নারী বা পুরুষ, সবার অধিকার সুরক্ষিত করার কথা। প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে ।কোথাও কোনও নিষেধ নেই।'(তথ্যসূত্র আনন্দবাজার পত্রিকা) সেক্ষেত্রে প্রথমদিকের তালিবানি দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিবর্তন ঘটেছে,তা বিদেশমন্ত্রীর কথাতেই স্পষ্ট । সেখানে যুদ্ধের রক্তাক্ত পথ রোধ করার লক্ষ্যেই তালিবানি শাসনের উত্তরণের কথাও তাঁর সাংবাদিক সম্মেলনে উঠে আসে ।

'রক্ত দিয়ে রক্ত মোছা যায় না'র চেতাবনিতেই তালিবানি সরকারের অগ্রগতি ও তার উগ্র ধর্মীয় মূল্যবোধে নারীশিক্ষার সাফল্য নিয়ে সংশয় থাকলেও সময়ের দাবিতে তা নিয়ে যে সে দেশে প্রত্যাশা যে ফুরিয়ে যায়নি,তা এখনও বর্তমান, তাও সম্মেলনটি থেকে বেরিয়ে আসে । এও একদিক থেকে ঐতিহাসিক সাংবাদিক সম্মেলন যেখানে এতদিনের গড়ে তোলা বদ্ধমূল ধারণার রুদ্ধদ্বার খুলে আলোর পরশ দেখা দিল। বিদেশের মাটিতেই তথা ভারতের মতো নারীপ্রগতির দেশে তালিবানি সরকারের নারীবিরোধী মানসিক গোঁড়ামির আধারেই তার নারীমুক্তির পরিচয়ের নবতোরণ উন্মোচিত হল। এও কম বড় প্রাপ্তি নয়।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

শব্দবাণ-৪২৪

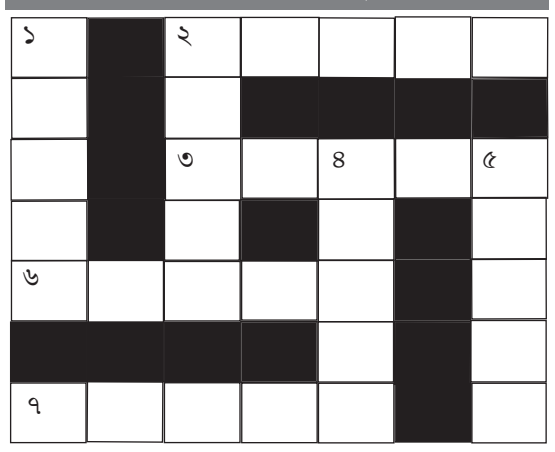

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. যে উনুন এক জায়গা থেকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া যায় ৩. শুক্রাচার্য ৬. হাটের চালাঘর ৭. পণ্যবিক্রেতা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. কাজ সম্পাদন ২. বর্ষাকাল ৪. সারা বছর ধরে ৫. সিনেমা।

সমাধান: শব্দবাণ-৪২৩

পাশাপাশি: ১. খেটেল ২. ধ্রুপদি ৫. ছিপানো ৮. বকেয়া ৯. আঙ্গিক।

উপর-নীচ: ১. খেয়াল ৩. দিনেশ ৪. অপাঙ্গ ৬. তান্তব ৭. কৃত্তিক।

জন্মদিন

আজকের দিন

রবিনা ট্যান্ডন

১৯৩২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এস বঙ্গরাপ্পার জন্মদিন।*
১৯৩৭ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী হৃদয়নাথ মঙ্গেশকরের জন্মদিন।*
১৯৭৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী রবিনা ট্যান্ডনের জন্মদিন।*

পুলিশের আইজি থেকে বুদ্ধিজীবী

বিশ্বজিৎ সরকার

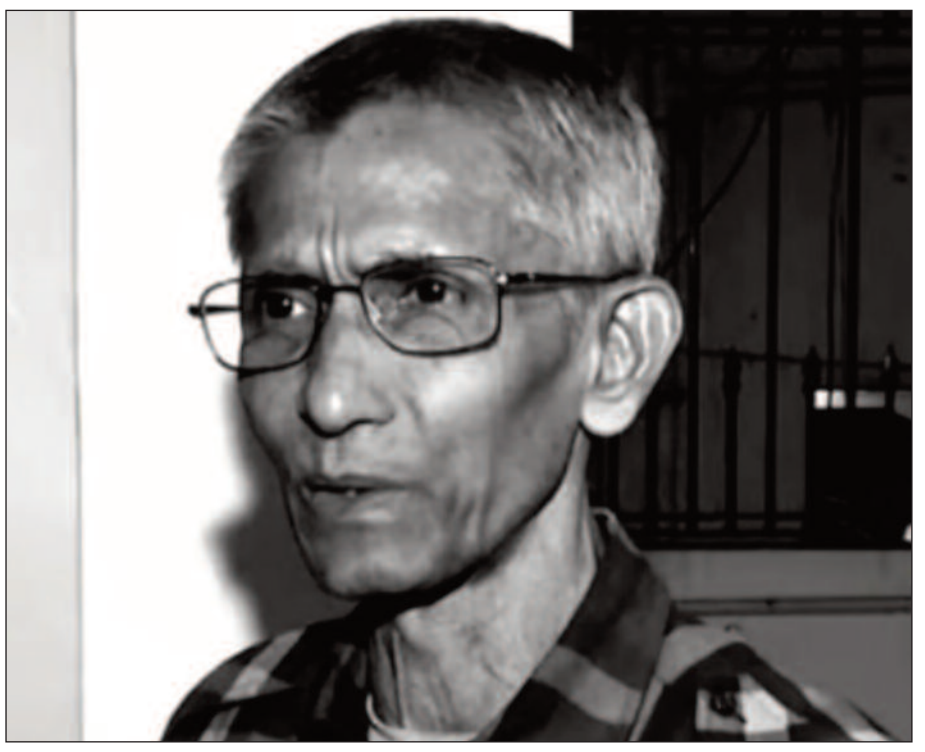

বুদ্ধিজীবী শব্দটি নিয়ে বিশুদ্ধ জনতার মধ্যে এখন হাসাহাসি। অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী এখন উপেক্ষার পাত্র ।কেননা বুদ্ধিজীবী বলতে বোঝায় বিবেকসম্পন্ন জ্ঞানী মানুষ।তাঁর ভাবনা শিক্ষা সমাজ অগ্রবর্ত্তী। মাথা উচু করে এগিয়ে চলার দিশারী তিনি। জীবিকা সর্বস্ব বুদ্ধি নয় ,তাঁর বুদ্ধির প্রকাশ ঘটে সমাজের অন্যায় দুর্নীতির প্রতিষেধক রুপে।কিন্তু সেই পথ থেকে চ্যুত অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী। আপন সারস্বত জীবনকে শুধুই প্রচারের আলোয় নিয়ে আসতে সদা ব্যস্ত থাকেন যিনি ,তিনি আত্মসর্বসব প্রচারমুখী বুদ্ধিজীবী কলমচি ছাড়া কিছু নন ।এখানেই ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত পঙ্কজ দত্ত। তিনি ঘাড় উঁচু করা চলা একজন বুদ্ধিজীবী। পেশাগত জীবনে ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন আই জি, আই পি এস। কিন্তু চাকুরী পরবর্ত্তী জীবনে একজন প্রকৃত বুদ্ধিজীবীর পরিচিতিটাই বড় হয়ে উঠল তাঁর জীবনে। টিভির সান্ধ্য আসরে প্রতিপক্ষের কাদা ছোড়াছুড়ির তরজা গাজনের ক্যাসেট শুনতে শুনতে যখন সাধরণ মানুষ বিরক্ত। তখন দেখতে পাওয়া গেল এক মানুষকে। দোহারা গড়ন, বয়স সত্তরের কোঠায়, চোখে উজ্বল সুদূরের দৃষ্টি, গলা মুখের শিরা উপশিরায় প্রতিবাদী রক্তের স্রোত, তাঁর বলিষ্ঠ স্পষ্টবাকে শিরা ছাপিয়ে তেজোময় দীপ্তি। গলার শিরা উচিয়ে বলেন, 'আমি সাদাকে সাদা কালোকে কালো বলব, কেউ আমার মুখ আটকাতে পারবে না। তাতে যদি আমার মৃত্যু হয় তাতেও আমি রাজি' তখন দর্শকরা বুঝে ফেলেন তিনি পঙ্কজ দত্ত-'যিনি তাঁদেরই লোক'। সাধারণ মানুষের হয়ে রাজনীতির মিথ্যার কারবারীদের প্রতি এ হেন ঘোষণা ছিল সমুচিত চপেটাঘাত। তাঁর সোজা সাপটা কথায় দর্শক শুনতে পেলেন প্রতিবাদী মানুষের কণ্ঠস্বর। কোন রাজনৈতিক দলীয় বৃত্তে তাঁকে ফেলা গেল না, কেননা তিনি শোনালেন মানুষের কথা একেবারে আমজনতার মনের কথা। যে ভাবনার কথা রাজনৈতিক দলগুলো ভুলে মেরে দিয়েছেন অনেক আগেই। ফলে অচিরেই মন জয় করে ফেললেন বঙ্গের মানুষের। টিভিতে কলতলার ঝগড়াসম হইচই দর্শকদের মধ্যে যখন প্রায় মেরুকরণ ঘটিয়ে ফেলেছে তখন তিনি জনতার মুখপাত্র হয়ে উঠলেন। তাঁর স্পষ্টবাকে উচ্চারিত হল সাধারণ মানুষের অন্তরের কথা। দেশ বা রাজ্যের সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যার মূলহেতু যে দুর্নীতি সেই দুর্নীতির কারিগরদের চিহ্নিত করলেন তাঁর বলিষ্ঠ ভাবনায়। তিনি বিশ্বাস করতেন ক্ষমতার বৃত্তের বাইরে থাকা সমাজ সচেতন মানুষরাই আসলে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যান।

উত্তর চব্বিশ পরগনার বেড়াচাঁপার প্রত্যন্ত অম্বিকানগর গ্রামে ১৯৫১ সালে তাঁর জন্ম। পিতা গণেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। মা অমিয়া রাণি দত্ত ছিলেন গৃহবধু। জ্যাঠা কাকা সহ একান্নবর্ত্তী সংসারে তাঁর বেড়ে ওঠা। তাঁরা নিজেরাই ছিলেন আট ভাইবোন। নিদারুন কষ্টের মধ্যে ছিল তাঁর শৈশব ও পড়াশোনা। বারাসাত গর্ভমেণ্ট কলেজে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে অনার্স,পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ। এছাড়া সাংবাদিকতাতেও বিশেষ ডিগ্রী। এম এ পাস করে কিছু দিন হরিণঘাটা ও ধান্যকুড়িয়া স্কুলে শিক্ষকতা, পরে আই পি এস হয়ে চাকুরি গ্রহণ। চাকুরি জীবনে ছিলেন একনিষ্ঠ। ভারত সরকারের সংবিধানের প্রতি আনুগত্যশীল একজন সরকারী আমলা। এ জন্য ভাল পোষ্টিং এর জন্য কোন তদবিরের রাস্তায় হাঁটেন নি। বাঁকুড়া, অবিভক্ত দিনাজপুর ও মালদার মত জায়গায় কেটেছে চাকুরী স্থল। কখনো শোনা যায় নি তাঁর নামে কখনো শাসকশ্রেণির প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ। পুলিশ মানে ভয়, পুলিশ মানে ঘুষখোর, আবার অন্যদিকে পুলিশ মানে মানুষের অন্যতম বন্ধু, আশ্রয়স্থল। প্রকৃতিতে তিনি শেষোক্ত ধারারই পরিচয়বাহী। তাই খুব দ্রুত তাঁর সততা দক্ষতা এবং মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার নজির সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাই এই সততার স্বীকৃতি পেতে দেরি হয় নি তাঁর। পেলেন মানুষের ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা। সরকারি ভাবে রাষ্ট্রীয় পদক, পেলেন রাজ্যের তরফ থেকে বিশেষ রাজ্য পদক। কর্মজীবনের দীর্ঘদিনে স্বাক্ষর রেখেছেন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

পেশাগত দায়বদ্ধতার চূড়ান্ত নিদর্শন রেখেও সারস্বত চর্চা করে গেছেন। চাকুরী থেকে অবসর নেওয়ার পর শুরু করেছিলেন তাঁর দ্বিতীয় ইনিংস। বুদ্ধিজীবীর মন সম্পৃক্ত হয় মাটি মানুষের কর্মে। সেই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শুরু করেছিলেন একটি গুরুত্বপুর্ণ পত্রিকা, 'আমার রূপসী বাংলা'। সুস্থ সমাজ ও সংস্কৃতির অন্যতম বাহকের ভুমিকায় ছিল পত্রিকাটি। এছাড়া পাক্ষিক ট্যাবলয়েড 'দিব্যনয়ন'। আকৃতিতে ট্যাবলয়েড হলেও সমাজ ও রাজনীতির নানা অসঙ্গতি তুলে ধরা ছিল অন্যতম কাজ। তাঁর অনেক পরিচিত জনেরা জানতেন না তিনি বাংলার অন্যতম সারস্বত সাধনার কেন্দ্রভূমি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সেক্রেটারি, ফিয়রজিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট। শতবর্শ প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার প্রেসিডেন্ট। কেননা প্রচারবিমুখতা ছিল তাঁর চরিত্রের অলঙ্কার।

লিখেছেন বেশ কিছু মুলুবান গ্রন্থ। তার মধ্যে 'আলোর দিশারী আলামোহন দাশ', 'সাহসিনী দুই সরলা', 'সুরেন্দ্রনাথ,ওকাকুরা ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী', 'নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন শ্রী পরমহংস রামকৃষ্ণদেব', 'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া', সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। প্রত্যেকটি বইই তাঁর নিবিড় গবেষণার ফসল। আধুনিক দাশনগরের রূপকার আলামোহন দাশের উপর লেখা আলোর দিশারী আলামোহন বাংলা চরিত সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কিন্তু তাঁর প্রকৃত পরিচয় তিনি একজন বুদ্ধিজীবি, বিবেকবান মানুষ। যা অন্যায় মনে করতেন দ্বিধাহীন ভাবে বলতেন তাঁর মত। আর জি করের তরুণী ডাক্তারের মৃত্যুর ঘটনায় তিনি ছিলেন সরব। এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্সি কলেজের ডিরেজিও হলে তাঁর বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধে এবং পার্শ্ববর্ত্তী থানা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে ডেকে আনেন। তাঁর পরিচিত মহল এ ব্যাপারে থানার বিরুদ্ধে তাঁকে অযথা পাঁচ ছয় ঘণ্টা বসিয়ে রাখা এবং তাঁর প্রতি মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ তোলে। যে অভিযোগে তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল, তা তাঁর মত মানুষের কাছে ছিল যথেষ্ট অপমানজনক। এর কিছুদিন পর গত ২৩ শে অক্টোবর থিওয়োজফিকাল সোসাইটির এক আলোচনা চক্রে প্রধান বক্তা হিসেবে গিয়েছিলেন বেনারসে। বক্তৃতা চলাকালীনই ঝেসরিব্রাল আট্যাকে আক্রান্ত হন। প্রায় ১ মাস হাসপাতালে থাকার পর মৃত্যু হয় এই প্রতিবাদীর। এই মৃত্যুকে তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং অনুরাগীরা অবশ্য মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর অনেক কিছু করার ছিল। হঠাৎ করে চলে গেলেন তিনি।

আনন্দকথা

''গুরু এক সচ্চিদানন্দ। তিনিই শিক্ষা দিবেন। আমার সন্তানভাব। মানষ গুরু মেলে লাখ লাখ। সকলেই গুরু হতে চায়। শিষ্য কে হতে চায়?

''লোকশিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। যদিতিনি সাক্ষাৎকার হন আর আদেশ দেন, তাহলে হতে পারে। নারদ শুকদেবাদির আদেশ হয়েছিল। শঙ্করের আদেশ হয়েছিল। আদেশ না হলে ক তোমার কথা শুনবে? কলকাতার হুজুগ তো জানো! যতক্ষণ কাঠ জ্বাল, দুধ ফোঁস করে ফোলে। কাঠ টেনে নিলে কোথাও কিছু নাই। কলকাতার লোক হুজুগে। এই এখানটায় কুয়া খুঁড়ছে। — বলে জল চাই। সেখানে পাথর হল তো ছেড়ে দিলে। আবার এক জায়গায় খুঁড়তে আরম্ভ করলে। সেখানে বালি মিলে গেল, ছেড়ে দিলে। আর-এক জায়গায় খুঁড়তে আরম্ভ হল! এইরকম!

''আবার মনে-মনে আদেশ হলে হয় না। তিনি সত্য-সত্যই সাক্ষাৎকার হন, আর কথা কন। তখন আদেশ হতে পারে। সে-কথার জোর কত? পর্বত টলে যায়। শুধু লেকচার? দিন কতক লোক শুনবে, তারপর ভুলে যাবে।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বচসা চলাকালীন মেয়ের সামনেই ছুরি দিয়ে বাবাকে খুনের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা থানার অন্তর্গত বৈদ্যপুর রথ তলার কাছে একটি চারচাকা গাড়ির সাথে সংঘর্ষ হয় বাইকের। সংঘর্ষের পর বাইক আরহীদের সাথে বচসার পর বাইক আরোহীদের মধ্যে একজন ওই গাড়ির চালককে হঠাৎ ছুরি বার করে গলায় চালিয়ে দেয় বলে অভিযোগ।

জানা গিয়েছে, আহত ওই যুবকের নাম তাপস হেমরম। তার বাড়ি সোমরা বাগগাছিয়া এলাকায়। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে চার চাকা গাড়িতে করে জামনা এলাকায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার পথে বৈদ্যপুর রথ তলার কাছে আচমটাই একটি বাইকের সাথে তাদের চারচাকা গাড়ির সংঘর্ষ হয়। এরপরই মদ্যপ ওই বাইক আরোহীদের সাথে তাদের ঝামেলা শুরু হয়। বাইক আরহীদের মধ্যে একজন তাঁর গলায় ছুরি চালিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হতেই ছুটে আসেন এলাকার মানুষ। ওই যুবককে এলাকাবাসী ধরে ফেলে। তাকে তুলে দেওয়া হয় স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশের হাতে। ঘটনার পরে আক্রান্ত যুবক কালনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পদ্মপুকুরে দুর্ঘটনা না খুন? তদন্তে ফরেনসিক দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: শনিবার দুপুরে ৮ দিন পর মেমারিতে ফরেনসিকের একটি দল পৌঁছয়। রিজিওনাল ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির দুর্গাপুর থেকে তিন সদস্যের একটি দল প্রথমে মেমারিতে আটক করা লাল আল্টো গাড়িটির বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করে দেখেন। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। সঙ্গে ছিলেন ডিএসপি মেমারি মিজানুর রহমান, মেমারি থানার ওসি প্রীতম বিশ্বাস ও এই ঘটনার আই ও সাবির আলি। এদিন আসমাতারা খাতুনের ভাই মেসবালুল ইসলাম বোনের মৃত্যুর জন্য তাঁর জামাইবাবুর চরম শাস্তির দাবি তোলেন।

প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার রাতে পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার অন্তর্গত ঘোষ গ্রামে শংকরপুর কানলা রোডের ধারে পদ্মপুকুরে একটি চারচাকা লাল রঙের ছোট গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যায়। মৃত্যু হয় গাড়িতে থাকা আসমাতারা খাতুন। কিন্তু স্বামী শেখ মফিজুল বেঁচে যান। মৃতের পরিবার দাবি করে পরকীয়া সম্পর্কের জেরে পরিকল্পিত ভাবে খুন করা হয় আসমাতারা খাতুনকে। বর্তমানে ধৃত স্বামী শেখ মফিজুল রয়েছেন জেল হেপাজতে।

পথদুর্ঘটনায় ৩ মৃৎশিল্পীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: জাতীয় সড়কের হুগলির গুড়াপে গাড়ি আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। তখ নই সামনে থাকা একটি চলন্ত গাড়ির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। মৃত্যু তিন মৃৎশিল্পীর। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার ভোর নাগাদ।

সূত্রের খবর, শনিবার ভোরে একটি ১০৭ গাড়ি করে তিনজন মৃৎশিল্পী আসানসোল ফিরছিলেন। যাচ্ছিলেন কলকাতার উদ্দেশ্যে। উৎসবের আবহে শোকের পরিবেশ। ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের হুগলির গুড়াপ থানার কানাজুলি এলাকায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু তিন মৃৎশিল্পীর। কানাজুলি এলাকাতেই গাড়িটি আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। তখনই সামনে থাকা একটি চলন্ত গাড়ির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে।

তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে মুহূর্তেই গাড়ির সামনের অংশ এক্কেবারে দুমুড়ে-মুচড়ে যায়। গুরুতরভাবে জখম হন গাড়িতে থাকা তিনজন। স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রথমে উদ্ধার কাজে হাত লাগান। খবর দেওয়া হয় গুড়াপ থানাতেও। পুলিশ এসে আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে পাঠায়। কিন্তু আর শেষ রক্ষা হয়নি।

চাকরি দেওয়ার নামে কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গেও রয়েছে ছবি। যেগুলিকে হাতিয়ার করে চলত চাকরিপ্রার্থীদের ঠকানোর কাজ, এমনটাই অভিযোগ। চাকরি দেওয়ার নামে কোটি কোটি টাকার প্রতারণা। ঘটনা হুগলি জেলার হিন্দমোটর এলাকার। সেখানেই গজিয়ে উঠেছিল এই প্রতারণা চক্র। আপাতত এই ঘটনায় পাঁচ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

হিন্দমোটরের এই সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ, রেলে মজদুর হিসাবে চাকরি দেওয়ার নামেই চাকরিপ্রার্থীদের থেকে টাকা হাতাতো তারা। বাংলার প্রত্যন্ত গ্রাম কিংবা ভিন রাজ্য, চারপাশে নিজেদের প্রতারণার ফাঁদ পেতে রেখেছিল এই সংস্থা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল এজেন্টরা। তাঁরাই জোগাড় করত চাকরিপ্রার্থীদের। শুক্রবার সকালে সেই সংস্থার সামনে এসে জড়ো হন 'প্রতারিত'রা। দাবি তোলেন, টাকা ফেরত দেওয়ার। শুরু হয় বিক্ষোভ, ছড়ায় উত্তেজনা।

এদিন এক অভিযোগকারী বলেন, 'প্রয়োজন পড়লে আমরা হাইকোর্ট পর্যন্ত যাব। এদের এই চক্র বন্ধ করেই ছাড়ব। খুব গরিব ঘরের সন্তান। এখনও সরকারি চাকরির জন্য পড়াশোনা করছি। কিন্তু এই লোকগুলো সব টাকা আত্মসাৎ করে নিল।' আরও এক অভিযোগকারী বলেন, '২০১৪ সালে চাইল্ড ডেভেলপমেন্টের নামে ১০ লক্ষ টাকা তুলেছিল। আমি সাক্ষী ছিলাম। বলেছিল মেয়েদের চাকরি দেবে। কিন্তু কিছুই হয়নি।'

ইতিমধ্যেই ওই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত পাঁচ অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিশ। শুক্রবার বিক্ষোভের মাঝে ঘটেছে হাতাহাতির ঘটনাও। প্রতারিত ব্যক্তিদের অভিযোগ, টাকা চাইতে এলে তাঁদের ওপর চড়াও হয় সংস্থার কয়েকজন। চলে মারধর। অবশ্য, এই সংস্থা ও প্রতারণা চক্রে মাথাকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। সে পলাতক বলেই মনে করছে পুলিশ। গোটা অফিসজুড়ে বিভিন্ন মন্ত্রী, রাজনীতিকদের সঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে তাঁর ছবি। যা ছিল এই চক্রের 'হাতিয়ার'।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কালীপুজোর প্যান্ডেল খুলতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি ডেকরেটার্স কর্মীর! বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু। মৃতের নাম দীপ চৌধুরী (৩২), বাড়ি উত্তরপাড়া মাখলায়।

উত্তরপাড়া পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে রাজা প্যারী মোহন রোড ইয়ুথ ফোরাম কালী পুজো কমিটির মণ্ডপ খোলা চলছিল। ওই যুবক প্যান্ডেল খুলতে এসেছিলেন। প্যান্ডেলের ওপর বিদ্যুতের তার রয়েছে।

জেলের ভেতরে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: জেল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, গামছা দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন বছর পঁয়তাল্লিশের মানিকলাল। জেলের মধ্যে বন্দি কী ভাবে আত্মঘাতী হলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রতিবেশীকে খুনের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। জেল থেকে প্যারোলে ছাড়া পেয়ে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। পরে সিআইডির হাতে গ্রেপ্তার হন। শেখ মানিকলাল নামে ওই বন্দির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল হুগলি জেল থেকে।

শেখ মানিকলালের বাড়ি হুগলির চণ্ডীতলার কাপাসারিয়া দক্ষিণপাড়ায়। প্রতিবেশী শেখ কবীরকে(৪৫) খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হন ২০১৬ সালের ১৫ অগস্ট। ২০১৯ সালের ১৯ জুলাই তাঁকে যাবজ্জীবন সাজা দেয় শ্রীরামপুর আদালত। পাঁচ বছর পর ২০২৪ সালের ২১ জুন হুগলি জেল থেকে ২০ দিনের জন্য প্যারোলে বেরিয়েছিলেন। ১২ জুলাই তাঁর সংশোধনাগারে ফেরার কথা ছিল। কিন্তু, তিনি ফেরেননি।

পরদিন হুগলি জেল সুপারের কাছ থেকে ইমেলের মাধ্যমে অভিযোগ পায় চণ্ডীতলা থানা। পুলিশ শেখ মানিকলালের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় অভিযোগ দায়ের করে। ২০২৫ সালের ১৪ জানুয়ারি কলকাতা হাইকোর্ট সিআইডিকে এই বিষয়ে যথাযথ তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়। হাইকোর্টের নির্দেশ তদন্তে নামে সিআইডি। নিখোঁজ মানিকলালকে তারা গ্রেপ্তার করে। তারপর থেকে হুগলি জেলেই বন্দি ছিলেন মানিকলাল।

শুক্রবার তাঁকে জেলের ভেতরে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়। কারারক্ষীরা তাঁকে উদ্ধার করেন। চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য দেহ পাঠানো হয়। খবর পেয়ে শেখ মানিকলালের পরিবার জেলে আসে। পরিবারের সদস্যরা জানান, জেল থেকে মানিকলালের আত্মহত্যার খবর দেওয়া হয়েছে তাঁদের। তাই তাঁরা এসেছেন।

আক্রান্ত তৃণমূলের ওয়ার্ড সভাপতি: মা কালী নিরঞ্জনের সময় এক ভ্যান চালককে মারধরের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে হেনস্থার শিকার হলেন তৃণমূলের ১২ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি হীরালাল সাহা । মারধরের অভিযোগ বাউন্সারের বিরুদ্ধে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য দুর্গাপুরের আমরাই এলাকায়। দুর্গাপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে বলে জানা যায়। ঘটনার পরেই গা ঢাকা দিয়েছে অভিযুক্ত বাউন্সার অভিজিৎ স্বর্ণকার।

বাঁকুড়ায় দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা কমেছে: পুলিশ সুপার বৈভব

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জেলায় দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা কমেছে, এমনই দাবি করেছেন জেলা পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়ারি। তিনি জানিয়েছেন, গত ২০২২ সালে জেলার বিভিন্ন সড়কে ২৮টি দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা ছিল। জেলাবাসীর সহযোগিতায় ও পুলিশ কর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় তা কমে ১১টিতে এসে দাঁড়িয়েছে। এই এলাকাগুলির ওপর জেলা পুলিশ কাজ করছে। পুলিশের কড়া নজরদারি রয়েছে। জনগণের সহযোগিতায় সেগুলোও কমিয়ে ফেলা হবে।

উল্লেখ্য, পুলিশ সুপার বড়জোড়ায় হাইওয়ে ট্র্যাফিকের নবনির্মিত কার্যালয় ও বেলিয়াতোড়ে সাব-ট্র্যাফিক গার্ড কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন। ট্র্যাফিক কন্ট্রোল করার জন্য জেলায় আরও সিসিটিভি ক্যামেরা বাড়ানো হবে বলেও জানান জেলা পুলিশ সুপার। অন্যদিকে শুক্রবারে কোতুলপুর থানা এলাকায় দুটি পথ দুর্ঘটনা ঘটে। যদিও মৃত্যুর কোনও খবর পাওয়া যায়নি। কোতুলপুরে রামচক মোড়ের কাছে একটি চারচাকা গাড়ি, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে থাকা একাধিক বিদ্যুতের খুঁটি ও গাছ ভেঙে নয়ানজুলিতে পড়ে যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বেপরোয়া গতিতে চলছিল গাড়িটি। তবে গাড়িতে কেউ ছিল না। প্রাথমিক ধারণা, চালক ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে গেছে। দ্বিতীয় ঘটনা, শিয়াস মোড় এলাকায় বিষ্ণুপুর আরামবাগ রাস্তার ওপর ঘটে। মামার বাড়ি থেকে ভাইফোঁটা নিয়ে ফেরার পথে এক যুবকের মোটরসাইকেলের সঙ্গে একটি চারচাকা গাড়ির ধাক্কা হয়। এতে মোটরসাইকেল আরোহী যুবক রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। চারচাকা গাড়িটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গত রবিবার থেকে এই শনিবার পর্যন্ত এক সপ্তাহ জেলায় কয়েকটি পথ দুর্ঘটনা ঘটেছে।গত বুধবার বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম রাজ্য সড়কে সিমলাপালের হেত্যাগড়া গ্রামের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধানজমিতে নেমে যায় টাটা থেকে বিষ্ণুপুরগামী একটি যাত্রীবাহী বাস। পুলিশ জানিয়েছে, চলন্ত অবস্থায় বাসটির সামনের চাকা হঠাৎ ফেটে যায়, ফলে নিয়ন্ত্রণ হারান চালক। আহত সাত যাত্রীকে সিমলাপাল ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়,। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, বেপরোয়া গাড়ি চালানোয় এই ঘটনা ঘটেছে।

গত বৃস্পতিবার বিষ্ণুপুর থেকে বাজার সেরে মোটর সাইকেলে করে এক দম্পতি মায়তা গ্রামে বাড়ি ফিরছিলেন। সেসময় সাবড়াকোন চাঁদাবিলায় পিকাপ ভ্যানের সঙ্গে ধাক্কা হয়। এতে স্ত্রীর মৃত্যু হয় ও স্বামী গুরুতর জখম হন। গত রবিবার জয়পুর কুচিয়াকোলে দ্রুত গতিতে বাইক চালানোর সময় নিয়ন্ত্রন হারিয়ে জঙ্গলের শাল গাছে ধাক্কা মারে। এতে মৃত দু'জন। ওন্দা ও জয়পুরের বাসিন্দা তারা। গত রবিবারেই বড়জোড়ার হাটআশুড়িয়া পথদুর্ঘটনায় আকাশ বাউরি নামে ১৭ বছরের এক কিশোর মারা যায়। হাট-আশুড়িয়া হাটতলা থেকে মোটরসাইকেলে পখন্না দিকে যাচ্ছিল সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তারা একটি গাছে সজোরে ধাক্কা মারে। স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে প্রথমে বড়জোড়া ও পরে বাঁকুড়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে আকাশ বাউরির মৃত্যু হয়। গত বুধবার দুর্গাপুর দিক থেকে আসা একটি ডাম্পের সঙ্গে এক সাইকেল আরোহীর ধাক্কা হয়। ডাম্প তলায় পড়ে যায় সাইকেল আরোহী। তবে অদ্ভুত ভাবে বেঁচে যান তিনি।

শতাধিক সিপিএম কর্মী সমর্থকের তৃণমূলে যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাসনাবাদ: বিধানসভা নির্বাচনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আবারও সিপিএম এর ভাঙন। হাসনাবাদ ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন সভাপতির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের শতাধিক সিপিএম কর্মী সমর্থক তৃণমূলে যোগদান করলেন।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমা হাসনাবাদ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সভাপতি আনন্দ সরকার দায়িত্ব পেয়েছেন। তিনি দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই দলীয় নির্দেশ মেনে সক্রিয়ভাবে জনসংযোগে মন দিয়েছেন। ব্লক সভাপতির সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বরুনহাট রামেশ্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩৫ নম্বর বুথে শতাধিক সিপিএম কর্মী সমর্থক তৃণমূলের দলীয় পতাকায় হাতে তুলে নেন। পাশাপাশি এই বুথের যেসব তৃণমূল কর্মী অভিমানে আত্মসম্মানে ঘরে বসে ছিলেন তিনি সেই প্রবীণ দলীয় কর্মী ও স্থানীয় নাগরিকদের সঙ্গে সৌহার্দ্য বিনিময় করেন। তাদের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সুস্থতার খোঁজখ বর নেন। উল্লেখযোগ্য যে, জনসংযোগের মধ্য দিয়েই আনন্দ সরকারের তার কাজ শুরু করেন। দলত্যাগী সিপিএম কর্মী, সমর্থকদের হাতে তিনি তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন। এতে ব্লকের রাজনৈতিক পরিবেশে ইতিবাচক বার্তা পড়েছে এবং দলীয় শক্তি আরও মজবুত হচ্ছে। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত স্থানীয়রা নব সভাপতির আন্তরিকতা ও সক্রিয়তার প্রশংসা করেন। আনন্দ সরকার বলেন, 'দলের পুরনো কর্মী-সমর্থক এবং নতুন সদস্যরাই আমাদের শক্তি। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।'

ছটঘাটের নিরাপত্তা প্রস্তুতি পরিদর্শনে জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: শনিবার বিকেলে দুর্গাপুরের মোহন কুমার মঙ্গলাম পার্কে ছট ঘাট পরিদর্শন করলেন জেলাশাসক পন্নামবলাম এস, মহকুমা শাসক সৌরভ চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন নগর নিগমের কমিশনার আবুল কালাম আজাদ ইসলাম, প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্য ধর্মেন্দ্র যাদব, দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার আধিকারিকরা এবং সমাজসেবী পঙ্কজ রায় সরকার।

জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, জেলায় ছোট বড় জলাশয় এবং পুকুর মিলিয়ে ৩০০ ছট ঘাট রয়েছে। বড় জলাশয় গুলির দিকে বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে। তার মধ্যে অন্যতম মোহন কুমার মঙ্গলাম পার্কের জলাশয়। এখানে ছটপুজোর পরিচালনা করে দুর্গাপুর ইস্পাত নগরী ছটপুজো সেবা সমিতি। এই জলাশয়ে ৮০০ ট ঘাট করা হয়েছে বাঁশের ব্যারিকেট করে। দশ হাজারের অধিক মানুষের সমাগম হবে। ড্রোনের মাধ্যমে এবং সিসি ক্যামেরার মাধ্যমেও নজরদারি চালানো হবে। জলাশয়ে বিশেষ নজরদারি চালাবে বিপর্যয় মোকাবেলা দপ্তর।

কমিটির কার্যকরী সভাপতি শিবশংকর প্রসাদ বলেন, দুর্গাপুর-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার ছটব্রতীরা এখানে আসেন। তাঁদের যাতে কোনও সমস্যা না-হয়, সেই জন্য এক একটি পরিবারের ছটব্রতীদের জন্য এক একটি ঘাট বাঁশ দিয়ে ঘিরে করা হয়েছে শৌচালয় এবং পার্কের চতুর্দিক পরিষ্কার করা হয়েছে। প্রচুর পুলিশও মোতায়েন থাকবে। জেলাশাসক পন্নামবলাম এস বলেন, 'প্রতিবছরের মতো এবারও চরম উন্মাদনার সঙ্গে পালিত হবে ছটপুজো। কোনও দুর্ঘটনা যাতে না-ঘটে সেজন্য আমরা একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। সেগুলি খতিয়ে দেখলাম।'

নেক্সোম ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড
(পূর্বতন এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড)
রেজি. অফিস : 'বৈভব' ৪এফ, ৪, লি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২০
CIN NO : L74300WB1983PLC036342
টেলি নং : ০৩৩-২২৯০-৭৪০০/৭৪০১/ ৭৪০২
ইমেল : ncml@nexomegroup.com, cs.smifs@gmail.com **ওয়েবসাইট :** www.nexomecap.com

সংশ্লিষ্ট ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৪৭ সংস্থান এবং পূর্বের ২৪ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত নোটিশ অনুযায়ী এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের নির্ধারিত বৃহস্পতিবার ০৬ নভেম্বর ২০২৫ তারিখের অনুষ্ঠিতব্য কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে বিকেল ৪.৩০ সভা পুনর্নির্ধারিত হয়েছে মঙ্গলবার ০৪ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকেল ৪ টায় এবং অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের অনিরীক্ষিত অর্থিক ফলাফল এবং অন্যান্য বিষয়ও সভাপতির অনুমোদনক্রমে অনুমোদিত হবে।
আরও অবগত করা হচ্ছে যে, উক্ত নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.nexomecap.com এবং বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com যেখানে কোম্পানির শেয়ারসমহ তালিকাভুক্ত রয়েছে সেখানে পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
নেক্সোম ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেডের পক্ষে
(পূর্বতন এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড)
স্বা/-
(কিশোর শাহ)
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৫.১০.২০২৫

পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
রুল ৮(১)

সার্কেল অফিস মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড
পো. বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, (পব), ইমেল : comurshidrec@pnb.co.in

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ/গুলি ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি(সমূহ) স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের** সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
১.	**ক) হাসানুজ্জামান,** পিতা আবুল কাশেম মন্ডল **এবং জামিনদাতা বদরুজ্জামান মন্ডল খ) কুমারদহঘাট (১৩৫১২০)।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : কিসমত ইমাদপুর, থানা : হরিহরপাড়া, জেলা : মুর্শিদাবাদ, খিদিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেএল নং ১৭, তৌজি নং ০৯, এলআর খতিয়ান নং ১০৫০৯, প্লট নং আরএস এবং এলআর ৬০৯৮, পরিমাপ ৪.২০ ডেসিমেল এবং প্লট নং আরএস এবং এলআর ৬০৯৯ পরিমাপ এরিয়া ৩.৬ ডেসিমেল, মোট এরিয়া পরিমাপ ৭.২০ ডেসিমেল, জমির শ্রেণি : বাড়ি, হেবানামা **দলিল নং ৫৯৬০ -২০১৭** অনুযায়ী, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর ১, মুর্শিদাবাদ, সম্পত্তি হাসানুজ্জামান পিতা আবুল কাশেম মন্ডল এর নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সড়ক, দক্ষিণে : আবুল কাশেম মন্ডলের খালি জমি, পূর্বে : রফিজুর জামান এর ভবন, পশ্চিমে : সামসুজ্জামান এর ভবন।	**ক) ১৪.০৭.২০২৫ খ) ২২.১০.২০২৫ গ) ৭,৭৮,২৭১.১৯ টাকা (সাত লাখ আটাত্তর হাজার দুশো একাত্তর টাকা এবং উনিশ পয়সা) টাকা ৩০.০৬.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, ব্যয় সহ
২.	**ক) সন্তোষ মন্ডল** পিতা বিনোদ মন্ডল **এবং সহ ঋণগ্রহীতা লতিকা মন্ডল,** স্বামী সন্তোষ মন্ডল **খ) আজিমগঞ্জ (০৯৩০২০)।**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি প্লট নং আরএস ৩৭ এলআর ১১৬, পরিমাপ ২ ডেসিমেল, আরএস ৪০, এলআর ১১৭ পরিমাপ ৩.৫০ ডেসিমেল , মোট এরিয়া পরিমাপ ৫.৫০ ডেসিমেল, খতিয়ান নং ৩৮৬, জমির শ্রেণি : বাড়ি, অবস্থিত মৌজা : চরমহিমাপুর, জেএল নং ৪৯, বর্তমানে ২৪৯(কালী মন্দির দিয়ার মহিনগর এর নিকট), মুকুন্দবাগান গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,থানা : জিয়াগঞ্জ, জেলা : মুর্শিদাবাদ, রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল উল্লেখ্য নং ৪২৪৩ তারিখ ০৬.১১.২০১৭ এবং **দান দলিল উল্লেখ্য নং ১৫১২ তারিখ ১০.০৫.২০১৬** অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর আজিমগঞ্জ মুর্শিদাবাদ সমীপে। সম্পত্তি **সন্তোষ মন্ডল,** পিতা প্রয়াত বিনোদ মন্ডল এর নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : লক্ষ্মী মন্ডলের খালি জমি, দক্ষিণে : রাস্তা, পূর্বে : লক্ষ্মী মন্ডলের খালি জমি, পশ্চিমে : স্বপন মন্ডলের ভবন।	**ক) ১৪.০৭.২০২৫ খ) ২২.১০.২০২৫ গ) ১০,৭৬,৬৮৩.৮৮ টাকা (দশ লাখ ছিয়াত্তর হাজার ছশো তিরাশি টাকা এবং অষ্টআশি পয়সা) টাকা ৩০.০৬.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, ব্যয় সহ

তারিখ : ২২.১০.২০২৫
স্থান : বহরমপুর
অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

DIRECTORATE GENERAL RESETTLEMENT
MINISTRY OF DEFENCE
JOB FAIR for EX-SERVICEMEN (ESM)
29 OCTOBER 25 (7 AM Onwards)
VENUE : SURYODAYA AUDITORIUM, VIJAY DURG (FORT WILLIAM)
KOLKATA, WEST BENGAL - 700021
Documents Required : ESM I-Card and 5 copies of Resume/Biodata

EX-SERVICEMEN : SKILLED, DISCIPLINED AND DEPENDABLE

Benefits for Industry Employers
- Free Online Registration
- Free Job Postings
- Free Allotment of Stalls
- Free Access to Resumes of ESM

What Employers Can Expect in Job Fair
Officers for Leadership roles & ESM for:-
- PSOs,Supervisors and Guards
- Drivers and Machinery Operators
- Chefs, Stewards and Hospitality roles
- Paramedical staff and Hospital Administration
- Fitters, Electricians and Technicians
- Artificers, Mechanics and Engine Operators
- Network and Telecom Engineers
- Surveyors and Draughtsmen
- Machinists, Welders and Artisans
- Automobile, Aviation & Weapon Technicians

For further details contact:
Jt Director,DRZ (E) - 033-29530195,9401023594
7995048977
drzekol@desw.gov.in
Jt Director(SE),DGR - 011-20863432
seopadgr@desw.gov.in

In collaboration with ESMHire™
Registration Open Now : www.esmhire.com
CBC10401/11/0030/2526

আত্মঘাতী যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: বাবার বকুনির জেরে অভিমানে আত্মঘাতী হলেন ২০ বছরের যুবক। পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার থানার শালকুনি গ্রামের ঘটনা। পুলিশ জানায় মৃতের নাম শুভজিৎ হাজরা (২০)।

জানা গিয়েছে, শালকুনি গ্রামের বাসিন্দা বাসু হাজরা ও পূর্ণিমাদেবীর এক ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে বড় শুভজিৎ। কলকাতায় একটি লেদে কাজ করতেন। ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে বুধবার বাড়িতে ফেরেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে শুক্রবার রাতে শালকুনি গ্রামে বারোয়ারি কালীপুজোর বিসর্জন ছিল। বিসর্জনের শোভাযাত্রায় বেরিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত বন্ধুদের সঙ্গে নাচানাচি করছিলেন শুভজিৎ। বাড়ি ফেরার পর তা নিয়ে বাবা বকাঝকা করেন। পরে মাটির দোতলা বাড়ির ওপর তলায় শোওয়ার ঘর থেকে শুভজিতের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। গামছার ফাঁস দিয়ে ঝুলতে দেখে উদ্ধার করে স্থানীয় এক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে শুক্রবার রাতেই দেহ উদ্ধার করে ভাতার থানার পুলিশ।

আগুনে ছাই কারখানা

নিজস্ব প্রতিবেদন , বাগনান: এক রহস্য আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল একটি বড় চানাচুর তৈরির কারখানা। আর এর ফলে বেশ কিছু শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়ল। জানা গিয়েছে, শনিবার বেলা বারোটা নাগাদ হাওড়ার বাগনান থানা এলাকার খাদিনানে অবস্থিত একটি চানাচুর কারখানায় হঠাৎই আগুন লেগে যায়। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে পাশে পুকুর থেকে বালতি করে আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয় খবর দেওয়া হয় দমকলে। দমকলের দুটো ইঞ্জিন এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

মালদায় গেরুয়া শিবিরের হাইভোল্টেজ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদায় গেরুয়া শিবিরের হাইভোল্টেজ শনিবার। এদিন সন্ধ্যায় গাজোলে বিজয়া এবং দীপাবলির শুভেচ্ছা বিনিময় সম্মেলনীতে সামিল হন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাঁরা দু'জনেই একযোগে তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ করেন। হিন্দুত্বের রাজনীতিতে শান। এসআইআর নিয়ে হুংকার। আদিবাসী নেতা বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর ওপর আক্রমণ নিয়েও তুলোধনা রাজ্যের শাসকদলকে। পাশাপাশি মঞ্চ থেকে একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

ডায়মন্ড হারবার মডেল নিয়ে শুভেন্দুর দাবি, লোকসভায় ইভিএম মেশিন জোড়াফুল ছাড়া অন্যান্য প্রতীক সেলোটেপ দিয়ে ঢাকা ছিল। অন্যদিকে কোচবিহার এবং আরামবাগ আসনে গণনা কেন্দ্রে ক্যামেরা খুলে নিয়ে তৃণমূল জিতেছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। সেই সংক্রান্ত তথ্য তিনি সংবাদ মাধ্যমের সামনে আনবেন বলে জানান। শুভেন্দুর দাবি, এসআইআর প্রক্রিয়াতে এক কোটি নাম বাদ যাবে। তার মধ্যে তৃণমূলের ৯০ লক্ষ ভোটার। মোথাবাড়ি এবং সামশেরগঞ্জের ঘটনা নিয়েও সরব হন শুভেন্দু। কেন্দ্র প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার হুঁশিয়ারি যে, এলাকায় খগেন মুর্মু এবং শংকর ঘোষ আক্রান্ত হয়েছিলেন। সেখানে আক্রমণকারীদের বুকে পা দিয়ে তিনি বাইক মিছিল করবেন। এদিনের এই সভাতে উপস্থিত ছিলেন মালদার চার বিধায়ক, রায়গঞ্জের সাংসদ, দুই সাংগঠনিক জেলার সভাপতি-সহ নেতৃত্ব এবং কর্মীরা।

দত্তপুকুরে নির্যাতিতার বাড়ি পশ্চিমবঙ্গ শিশু সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: দত্তপুকুরে মানসিক ভারসাম্যহীন নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনায় নির্যাতিতার বাড়িতে এলেন পশ্চিমবঙ্গ শিশু সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা। ডাবলুবিসিপিসিয়ার এর চেয়ারপারসন তুলিকা দাসের নেতৃত্বে তিন জনের একটি প্রতিনিধি দল এবং দত্তপুকুর থানার পুলিশ শনিবার নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। তুলিকা দাস জানান, 'স্থানীয় মানুষ এবং পুলিশের তৎপরতায় অভিযুক্তকে তাড়াতাড়ি ধরা সম্ভব হয়েছে। আমরা চাইছি অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক।'

রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার, খুনের তদন্ত শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা: সাতসকালে ঘর থেকে এক ব্যক্তির রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে রহস্য দানা বেঁধেছে। খুনের মামলার তদন্তে দেগঙ্গা থানার পুলিশ। মৃত ব্যক্তির নাম বাবলু কর্মকার, বয়স ৪৭ বছর। প্রাথমিক অনুমান, মদ্যপানের আসরেই তাঁকে খুন করা হয়েছে। মৃতের শরীরের একাধিক যায়গায় আঘাতের চিহ্ন। উদ্ধার ধারালো অস্ত্র। আটক ১।

ঘটনাটি ঘটেছে দেগঙ্গা থানার দেগঙ্গা বাজার এলাকায়। মৃত বাবলু দিনমজুরের কাজ করতেন, ঘরে একাই থাকত। পাশের ঘরে থাকতেন তাঁর বৃদ্ধা মা। বাবলু নেশা করতো। প্রতিদিন রাতে নিত্যনতুন বন্ধুদের সঙ্গে মদ্যপানের আসর বসত। শুক্রবার রাতেও এক বন্ধু তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এদিন সকালে তাঁর মা ও প্রতিবেশীরা দেখেন, বিছানার ওপর পড়ে আছে বাবলুর নিথর দেহ, শরীরের একাধিক জায়গায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত। বিছানায়, মশারিতে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ। পড়ে রয়েছে দু'জনের ভাতের থালা। ঘটনাস্থলে দেগঙ্গা থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে, উদ্ধার হয় খুনে ব্যবহার করা ধারালো অস্ত্র। সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। মদের আসরে গণ্ডগোলের জেরে খুন না অন্য বিষয় জড়িত আছে এই খুনের পিছনে তার তদন্ত শুরু করেছে দেগঙ্গা থানার পুলিশ।

জগদ্ধাত্রী পুজোয় আইনশৃঙ্খলা বজায়ে সমন্বয় বৈঠক পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আবারও ত্রাতার ভূমিকায় আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী। আর কয়েক দিন পরেই জগদ্ধাত্রী পুজো। স্বাভাবিক ভাবেই আরামবাগ মহকুমার মধ্যে খানাকুলে জগদ্ধাত্রী পুজো মানেই দুর্গাপুজোর মতো উৎসবের পরিবেশ। পুজোর দিনগুলিতে প্রত্যেক দিন হাজার হাজার মানুষের সমাগম খানাকুলজুড়ে, বিশেষ করে রাজহাটি নন্দনপুর, রামনগর সংলগ্ন সহ বিভিন্ন জায়গায়। এই জন্য ওই সময় খানাকুলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার পাশাপাশি পুজোর দিনগুলোতে সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখা পুলিশ প্রশাসনের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ইতিমধ্যেই আসরে নেমে পড়েছেন আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী।

শনিবার খানাকুল থানায় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটিগুলির উদ্যোক্তাদের নিয়ে প্রশাসনের উদ্যোগে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এদিন প্রায় ১৪ থেকে ১৫টি পুজো কমিটির সদস্যরা বৈঠকে যোগ দেন। পুজোর সময় আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, ভিড় ও যান চলাচল নিয়ন্ত্রণসহ পুজো কমিটিগুলির সুবিধা-অসুবিধা শোনার জন্যই এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী। তিনি একেবারে দক্ষ পুলিশ অফিসার হিসেবে আইন মেনে পুজো পরিচালনা করার বার্তা দেন।

এছাড়াও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন খানাকুল থানার ওসি সমীর মুখার্জি, ফায়ার সার্ভিসের ওসি এবং খানাকুল ২ নম্বর ব্লকের বিডিও মোহাম্মদ জাকারিয়া। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুজোর সময় নিরাপত্তা, ভিড় নিয়ন্ত্রণ, অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা, যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ-সহ একাধিক বিষয়ে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কিছু নিষেধাজ্ঞা ও করণীয় বিষয় সম্পর্কেও পুজো কমিটিগুলিকে অবহিত করা হয়।

উল্লেখ্য, খানাকুল থানার ওসি দায়িত্ব পাওয়ার পর বড়ো পুজো বা উৎসব সামলান কালী পুজো। এই কালী পুজোতে শব্দ বাজি নিয়ন্ত্রণে পুরোপুরি ভাবে ব্যর্থ হন বলে অভিযোগ ওঠে। বাজি উদ্ধার হলেও তিনি কাউকে গ্রেফতার করতে না পারায় রহস্য দানা বাঁধে। এবারে দ্ধাত্রী পুজোতে খানাকুল থানার পুলিশ কতটা সক্রিয় থাকে সেই দিকে তাকিয়ে এলাকার মানুষ।

দূষণ বন্ধের প্রতিবাদে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: শনিবার রানীগঞ্জের বক্তারনগর স্থিত একটি স্পঞ্জ আয়রন কারখানার গেটের সামনে বক্তারনগর বাঁচাও সমিতির তরফে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এই কারখানাটি থেকে অনবরত বিষাক্ত ধোঁয়া বের হয় এবং যার কারণেই এলাকায় ছড়ায় দূষণ। আর এই দূষণের কারণেই গ্রামের মানুষ দিনে দিনে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। বারবার কারখানা কর্তৃপক্ষকে বলার পরও কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় আজ গেটের সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন গ্রামের মানুষজন।

বক্তারনগর বাঁচাও সমিতির সভাপতি জয়দেব খাঁ জানান, কারখানার বিষাক্ত ধোঁয়ায় এলাকায় ছড়িয়েছে দূষণ। বারবার কারখানা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। তিনি বলেন দূশনের কারণে এ বছর দুর্গা পুজো থেকে এখনও পর্যন্ত মোট চারজন গ্রামের মানুষ মারা গিয়েছেন নানান রোগে আক্রান্ত হয়ে। অথচ কারখানা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও দূষণ নিয়ন্ত্রণে কোনও রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। আর সেই কারণে গ্রামের মানুষজন আজ বিক্ষোভের সামিল হয়েছেন। এদিন কারখানার ম্যানেজারের হাতে একটি দাবি সনদ তুলে দেওয়া হয় তবক্তারনগর বাঁচাও তসমিতির তরফ থেকে। জয়দেববাবু কারখানা কর্তৃপক্ষকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, কারখানা কর্তৃপক্ষ যদি অবিলম্বে এই দূষণ নিয়ন্ত্রণে কোনও রকম সদর্থক ব্যবস্থা গ্রহণ না-করে তা হলে কারখানার গেটে তালা ঝুলিয়ে দিতে বাধ্য হবে গ্রামবাসীরা। পাশাপাশি তিনি এও বলেন, গ্রামবাসীদের আর অন্য কোনও দাবি নেই, শুধু কারখানার দূষণ কমাতে হবে।

বিসর্জনে ডিজে বাজানো নিয়ে ২ ক্লাবের সংঘর্ষে ব্যাপক চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: শুক্রবার রাতে কালী প্রতিমা বিসর্জনের ডিজে বাজানোকে ঘিরে দুই ক্লাবের মধ্যে সংঘর্ষে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল পুরাতন মালদা পুরসভার ধানঘাটি এলাকায়। একটি ক্লাবপক্ষের অভিযোগ, হামলাকারীরা পুজো মণ্ডপ ও মন্দিরে ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়েছে। সেই সময় তারা কালিপ্রতিমা বিসর্জনে ছিলেন। পরে ওই ক্লাবের সদস্যরা এসে রাস্তা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায়। যদিও যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারাই পাল্টা অভিযোগ করেছে, ডিজে বাজানোর প্রতিবাদ করায় পার্শ্ববর্তী একটি ক্লাবের সদস্যরা তাদের ওপরই হামলা চালানোর চেষ্টা চালিয়েছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে দুই পক্ষই পুরাতন মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট পুরসভার ৭ এবং ১৯ নম্বর এই দু'টি ওয়ার্ড রাস্তার এপার এবং ওপারে অবস্থিত। সেই দুটি ওয়ার্ডের দুটি ক্লাবের মধ্যেই মূলত এই গোলমালের ঘটনাটি ঘটে । সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রাতে পুরাতন মালদা পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড এবং ১৯ নম্বর দুটি ওয়ার্ডের দুই পুজো কমিটির মধ্যে মন্দিরে ভাঙচুরের অভিযোগ তুলে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

৭ নম্বর ওয়ার্ডের কালী পুজো কমিটির লায়ন্স ক্লাবের সদস্যদের অভিযোগ, ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের সুদেব স্মৃতি সংঘের দলবল হাতে বাঁশ, লাঠি নিয়ে এলোপাথারি মন্দির ও পুজো মন্ডপে ভাঙচুর করতে থাকে। ভেঙে দেওয়া হয় ক্লাবের দরজা এবং মণ্ডপের সাউন্ড বক্স। ঘটনার সময় লাইনস ক্লাবের কোনও সদস্য ছিল না। সকলেই বিসর্জনে গিয়েছিল। পরে ঘটনাটি জানতে পেরে লায়েন্স ক্লাব সদস্যরা তাঁদের মন্দিরের সামনে এসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

লায়ন্স ক্লাবের সম্পাদক বিবেক রায় বলেন, 'পাশের ক্লাব সুদেব স্মৃতি সংঘের কর্মকর্তারা এর আগেও আমাদের পুজো মণ্ডপে হামলার ঘটনা ঘটিয়েছিল। এদিন কালী প্রতিমা নিয়ে যাওয়ার সময় ওই ক্লাবের কিছু সদস্যরা ইচ্ছে করে আমাদের সাথে রাস্তায় ঝগড়া করে ও গোলমাল পাকায়। যেহেতু প্রতিমার শোভাযাত্রায় মহিলারা ছিল তাই আমরা ঝামেলা থামিয়ে মহানন্দা নদীতে প্রতিমা ভাসাতে চলে যাই। এরপরেই ক্লাব ও পুজো মণ্ডপ ফাঁকা থাকায় ওরা এসে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। পুলিশের প্রতি আমাদের ভরসা আছে, পুলিশ তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।'

যদিও সুদেব স্মৃতি সংঘের সদস্যরা লায়েন্স ক্লাবের সদস্যদের তোলা অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে। সংশ্লিষ্ট ক্লাবের এক কর্মকর্তা তপন কুমার পালের অভিযোগ, 'এমনিতেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে ডিজে সাউন্ড বাজানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কিন্তু এদিন ধানহাটি এলাকার রাস্তা পেরিয়েই আমাদের ক্লাবের সামনে তারস্বরে ওরা ডিজে বাজাচ্ছিল। আশপাশের লোক অসন্তুষ্ট হচ্ছিল। তাই আমাদের ক্লাবের কয়েকজন সদস্য প্রতিবাদ করে এবং ডিজে বন্ধ করতে বলে। সেই সময় ওরাই আমাদের ওপর হামলা চালানোর চেষ্টা চালায়। আমাদের কেউই ওদের মন্দির এবং পুজো মণ্ডপ ভাঙচুর করেনি। যে অভিযোগ করা হচ্ছে তা ভিত্তিহীন।'

পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে , দু'টি পক্ষই অভিযোগ জানিয়েছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

বাড়ির ছাদে পড়ছে পাথর, ব্যাপক চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দিন হোক বা রাত বাড়ির ছাদে পড়ছে ঢিল। কে বা কারা এই ঢিল ছুড়ছে বুঝে উঠতে পারছেন না মেট্যালা গ্রামের বাসিন্দারা। গ্রামের যুবকরা রাত পাহারার ব্যবস্থা করেছে তবুও সমস্যা মিটছে না। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে টালি ও এসবেস্টারের ছাদ, রীতিমতো একপ্রকার ভয়ে রয়েছেন মানুষজন। মানুষজন কী করবেন বুঝতে পারছেন না! অনেকে আবার একটি ভৌতিক অ্যাঙ্গেল দেওয়ার চেষ্টা করছেন কিন্তু গ্রামের যুব সমাজ মনে করছে যে কেউ বদমাইশি করে এই কাজ করছে।

বাঁকুড়ার ছাতনা ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রাম মেট্যালা। দিনে দুপুরে বাড়ির ছাদে পড়ছে বড় বড় পাথর। টালির ছাদ এবং এসবেস্টারের ছাদ চরম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই অদ্ভুত অবাক করা ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বাঁকুড়ার এই গ্রামে। তবে এই ঘটনায় মাধ্যমে একজোট হয়েছে গ্রামবাসীরা। সুরাহা খোঁজার চেষ্টা করছেন তারা। কোনও রকম কুসংস্কার কিংবা আতঙ্ক নয়, নিজেরাই পাহারা দিয়ে খোঁজার চেষ্টা চলছে।

গ্রামবাসী সোনালী দাস জানান, বিগত সাত আট দিন ধরে রাতের বেলায় দুমদাম পাথর পড়ছে বাড়ির চালে।ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছে ছাতনা থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে ঘটনাটি খতিয়ে দেখার। বেশ কয়েকদিন ধরেই মানসিক চাপে ভুগছেন গ্রামবাসীরা। ছাতনা পুলিশের আশ্বাস পেয়ে যথেষ্ট আশাবাদী তারা।

ছটব্রতীর হাতে সামগ্রী তুলে দিলেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: রাজ্যের পশ্চিম বর্ধমান জেলার একদিকে রয়েছে কয়লা খনি অন্যদিকে শিল্প কলকারখানা। সেই কারণে রানিগঞ্জ আসানসোল অঞ্চল যেমন কয়লা খনি হিসেবে পরিচিত ঠিক তেমনই দুর্গাপুর শিল্পশহর হিসাবে খ্যাত। শিল্প আর কয়লাখ নিতে স্থানীয়দের পাশাপাশি কাজ করেন ভিন রাজ্যের ভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষজনও। ভিন্ন ভাষার মানুষজন কর্মসূত্রে যেমন এখানে থাকেন তেমনি এদের একটা অংশ স্থায়ী ভাবেও বসবাস করেন এলাকাতে। বাঙালি আর অবাঙালিরা মিলেমিশে বসবাস করায় এখানে গড়ে উঠেছে একটা মিশ্র সংস্কৃতি। তাই পশ্চিম বর্ধমান জেলাকে মিনি ভারত বলা চলে, কারণ সমস্ত ভাষাভাষী মানুষের বাস এই জেলাতে। এখানে যেমন আড়ম্বরে আয়োজিত হয় দুর্গাপুজো, কালীপুজো, সরস্বতী পুজো, তেমনই হয় ইদ, কুরবানি, গুরু নানকের জন্মজয়ন্তী থেকে বড়দিনের উৎসব।

কথাতে আছে ধর্ম নিজের নিজের, উৎসব সবার। তাই বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন ভাষাভাষীর উৎসবে সবাইকে সামিল হতে দেখাটা এখানে স্বাভাবিক ব্যাপার। সম্প্রীতির এই সংস্কৃতি পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে যুগ যুগান্তর ধরে অপরিবর্তিত রয়েছে। আর এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার শাসকদল তথা তৃণমূলের জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও তাঁর সহযোদ্ধারা।

বেহাল রাস্তার যন্ত্রণায় ফুঁসছেন এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: সাঁকরাইল ব্লকের ছত্রী গ্রাম পঞ্চায়েতের দুধকুন্ডি এলাকায় বড় বড় খানাখন্দে ভরা গ্রামীণ পিচ রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ডাক্তার মান্ডি, মঙ্গল সরেন-সহ প্রায় সকলেরই অভিযোগ, ৭ বছর আগে রাস্তাটি তৈরি হওয়ার পর বিগত চার বছর ধরে পুরো রাস্তাটির পিচ উঠে গিয়ে বড় বড় গর্তে ভরে গেলেও পঞ্চায়েত বা প্রশাসনের তরফে আর কোনওরকম সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তৈরি হওয়ার বছর দুয়েক পর থেকেই রাস্তার পিচ উঠতে শুরু করে। একইসঙ্গে বেরিয়ে পড়তে থাকে গুটি ও পাথর। রাস্তাটির একেবারে বেহাল দশা হয়ে পড়ায় যারপরনাই নাজেহাল হতে হচ্ছে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী থেকে সাধারণ পথচলতি মানুষদের।

দুধকন্ডি গ্রামের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, রাস্তার হাঁটু সমান গর্তে জমে থাকা বৃষ্টির জল পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক করে তুলেছে। তাঁদের দাবি, দ্রুত রাস্তা সংস্কার এবং জল নিকাশি নালা নির্মাণ করা হোক। ছত্রী অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি যজ্ঞেশ্বর মাহাত বলেন, 'রাস্তা খারাপের বিষয়টি আমরা জানি। জেলা প্রশাসনের দারস্থ হয়েছি, স্কিম পাঠানো হয়েছে। জেলা পরিষদের ইঞ্জিনিয়াররা এসে দেখেও গেছেন। দ্রুত কাজ শুরু হবে।'

স্থানীয় বিজেপি নেতা অঞ্জন জানা কটাক্ষ করে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলেছিলেন পুজোর আগে সমস্ত রাস্তার কাজ হবে। কিন্তু কোথাও কোনও কাজ হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী থেকে অঞ্চল সভাপতি শুধু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছেন। বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাস্তা হবে বললেও বাস্তবে তা সম্ভব নয়। স্থানীয়দের দাবি, এই ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে চলাচল করতে হয়।প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে জীবনের ঝুঁকি আরো বাড়বে।

অটোচালকের বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: অটোচালকের বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ। জীবনবিমা নিগমের অবসরপ্রাপ্ত এক আধিকারিকের চারচাকা গাড়ির সামনের কাঁচ ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ এক অটোচালকের বিরুদ্ধে।

শনিবার দুর্গাপুরের বিধাননগরের বেসরকারি এক সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রক্তের রিপোর্ট নেওয়ার জন্য এসেছিলেন তপন মজুমদার নামে জীবনবিমা নিগমের অবসরপ্রাপ্ত এক আধিকারিক। অভিযোগ রিপোর্ট নেওয়ার পর চারচাকা গাড়ি ঘোরাতে গিয়ে সামান্য আঘাত লাগে ওই অটোর পেছনে। এরপরেই ওই অটোচালক এসে তপনবাবুর চারচাকা গাড়ির সামনের কাঁচ ভেঙে দেয়, এমনকি গাড়ির বোনেটের ক্ষতি করে। বিধাননগর ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন অবসরপ্রাপ্ত ওই জীবনবিমা নিগমের অবসরপ্রাপ্ত ওই আধিকারিক।

অভিযোগ পাওয়া মাত্রই পুলিশ পৌঁছয় ওই অটো স্ট্যান্ডে। খতিয়ে দেখে সিসি টিভি ফুটেজ। এই সিসি টিভি ফুটেজ দেখে বিধাননগর ফাঁড়ির পুলিশ অভিযুক্ত ওই অটোচালকের সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা করছে। অটো স্ট্যান্ডের অন্যান্য অটোচালকরা জানান, যদি এই ঘটনায় কোনও অটোচালক দোষী হয়, তা হলে অবশ্যই অটোচালকরা তার পক্ষে নেই তারা সবসময় পুলিশকে সবরকম সহায়তা করতে রাজি আছেন।

বাসের আগুনে অনুঘটক ছিল ২৩৪টি স্মার্টফোনের প্যাকেট

অমরাবতী, ২৫ অক্টোবর: বাইকের সঙ্গে ধাক্কা লাগার পর বেঙ্গালুরুগামী বাসে আগুন ধরেছিল ঠিকই, কিন্তু সেই আগুনকে আরও দ্রুত ছড়িয়ে দিতে অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছিল বাসের মধ্যে থাকা স্মার্টফোন। তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, বাসের মধ্যে ২৩৪টি নতুন স্মার্টফোন ছিল। ব্যবসার সূত্রে বেঙ্গালুরুতে পাঠানো হচ্ছিল ফোনগুলি।

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, মঙ্গনাথ নামে হায়দরাবাদের এক ব্যবসায়ীর ছিল ওই স্মার্টফোনগুলি। বেঙ্গালুরুর একটি সংস্থায় পাঠাচ্ছিলেন তিনি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বাসে আগুন ধরে যাওয়ার পরে পর পর বিস্ফোরণ হয়। তা থেকেই তদন্তকারীদের ধারণা, বাসে থাকা ফোনগুলির ব্যাটারি বিস্ফোরণ হয়েছে। যার জেরে আগুন আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল বেঙ্গালুরুগামী বাসটিতে। অন্ধ্রের দমকল বিভাগের ডিজি পি বেঙ্কটরমণ জানিয়েছেন, বাসটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত (এসি) ছিল। ফলে সেই ব্যবস্থাকে সক্রিয় রাখার জন্য যে ধরনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়, সেগুলিও আগুনকে ছড়িয়ে দেওয়ার অন্যতম অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছিল। বাসের এসিতেও বিস্ফোরণ হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। আগুনের জেরে এত তাপ সৃষ্টি হয়েছিল যে, বাসের পাদানির অ্যালুমিনিয়ান শিট পুরো গলে গিয়েছিল।

ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞেরা জানিয়েছেন, বাইকের সঙ্গে ধাক্কা লাগার পর আগুন ধরে যায় বাসে। তার মধ্যে বাসের তেলের ট্যাঙ্কারের ঢাকনা খুলে যায়। যেটি আগুন ছড়িয়ে পড়ার আরও একটি কারণ। তবে সেই আগুনকে আরও দ্রুত ছড়িয়ে দিয়েছে বাসে থাকা ওই বিপুল সংখ্যক ফোন। আগুনের সংস্পর্শে আসতেই ফোনগুলির ব্যাটারিতে ভয়ানক বিস্ফোরণ হয়। আর গোটা বাস আগুনের গ্রাসে চলে যায়। ফলে বাস থেকে বেরিয়ে আসার বিন্দুমাত্র সুযোগ পাননি বেশির ভাগ যাত্রীই। যাঁরা জানলার কাচ ভেঙে বেরিয়ে এসেছিলেন, বাসে আগুন লাগার পর শুধুমাত্র তারাই বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

মেয়ে সেজে মার্কিন সেনার চোখে ধুলো দিয়েছিল লাদেন

নিউ ইয়র্ক, ২৫ অক্টোবর: ৯/১১ হামলার পর তাঁর খোঁজে সারা বিশ্বে চিরুনিতল্লাশি করেছিল আমেরিকার সেনাবাহিনী। আফগানিস্তানের টোরা বোরায় লাদেনকে হাতের মুঠোয় পেয়েও তারা তাঁকে ধরতে ব্যর্থ হয়। মহিলার ছদ্মবেশে মার্কিন সেনাকে বোকা বানিয়ে আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়েছিলেন আল কায়েদা প্রধান। সেখানে ছিলেন ২০১১ সাল পর্যন্ত। আফগানিস্তানের রুদ্ধশ্বাস সেই অভিযানের কথা ফাঁস করলেন গোয়েন্দা সংস্থা সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (সিআইএ)-র প্রাক্তন কর্তা জন কিরিয়াকু। সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে একটি সাক্ষাৎকারে লাদেনের কথা জানিয়েছেন তিনি। কিরিয়াকুর দাবি অনুযায়ী, সেন্ট্রাল কমান্ডের অনুবাদক হিসাবে যিনি ছিলেন, তিনিই আল কায়েদার হয়ে কাজ করছিলেন। তাঁকে বিশ্বাস করে মার্কিন সেনাকে ঠকতে হয়েছে। প্রাক্তন সিআইএ কর্তার কথায়, 'অনুবাদক যে আসলে আল কায়েদার সদস্য, আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে ঢুকে পড়েছে, আমরা সেটা জানতাম না। আমরা তো নিশ্চিত ছিলাম যে, লাদেনকে ধরে ফেলেছি। ওঁকে বলা হয়েছিল, পাহাড় থেকে চুপচাপ নেমে আসতে। কিন্তু অনুবাদকের মাধ্যমে লাদেন ভোর পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে বলেন। মহিলা এবং শিশুদের নিরাপদে বার করে দিয়ে উনি আত্মসমর্পণ করবেন বলে জানান। আমাদের জেনারেল ফ্র্যাঙ্কসকে এই পরিকল্পনায় রাজি করান অনুবাদক।' রাতে মহিলা ও শিশুদের বেরিয়ে যেতে দেওয়া হয়। কিন্তু ভোরে টোরা বোরার পাহাড়ি গুহায় পৌঁছে আমেরিকার সেনাবাহিনী দেখে, সেখানে আর কেউ নেই। সকলেই পলাতক।

রাতের অন্ধকারে মহিলার ছদ্মবেশে একটি ট্রাকের পিছনে চেপে আফগানিস্তান ছেড়েছিলেন লাদেন, দাবি কিরিয়াকুর। অনুবাদকের বিশ্বাসঘাতকতার কথা যত ক্ষণে জানা গিয়েছিল, ততক্ষণে সীমান্ত পেরিয়ে জঙ্গিরা পাকিস্তানে প্রবেশ করে ফেলে। আর তাদের নাগাল পাওয়া যায়নি। ১০ বছর পরে ২০১১ সালে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের অ্যাবোত্তাবাদে অভিযান চালিয়ে লাদেনকে হত্যা করে মার্কিন সেনা।

কিরিয়াকু ১৫ বছর ধরে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পাকিস্তানে সিআইএ-র সন্ত্রাসদমন শাখার প্রধান হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর দাবি, মার্কিন বাহিনীর ভিতরে লাদেনের এক সহকারী ঢুকে পড়েছিলেন। সুকৌশলে তিনি জঙ্গিদের হয়ে কাজ করছিলেন। ছিলেন আল কায়েদার সক্রিয় সদস্য। তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার কারণেই সে বার মার্কিন বাহিনীর অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল, দাবি প্রাক্তন সিআইএ কর্তার।

মন্দিরের দেওয়ালে 'আই লাভ মহম্মদ' ঘিরে উত্তপ্ত উত্তরপ্রদেশ

লখনউ, ২৫ অক্টোবর: উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ে ৫টি মন্দিরের গায়ে দেখা গিয়েছে 'আই লাভ মহম্মদ'। কালি দিয়ে কেউ বা কারা মন্দিরের গায়ে লিখেছে এই স্লোগান। ঘটনা নজরে আসতেই স্বাভাবিকভাবেই উত্তেজনা চরম আকার নিয়েছে। অপরাধীদের গ্রেপ্তারির দাবিতে সরব হয়েছে উত্তরপ্রদেশের করণী সেনা ও হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি। এই ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। দুই দল গঠন করে অপরাধীদের খোঁজ শুরু হয়েছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, 'পরিকল্পিতভাবে এলাকার শান্তি ও সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্যই কেউ বা কারা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। এই ঘটনায় যারাই লিপ্ত থাক তাঁদের রেয়াত করা হবে না। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে। অপরাধীদের শনাক্ত করার চেষ্টা করছি আমরা।' পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আলিগড়ের লোধা এলাকার বুলাকগড়ি ও ভগবানপুর দুটি গ্রামের ৫টি মন্দিরে এই ঘটনা ঘটে। রাতের অন্ধকারে কেউ বা কারা মন্দিরের দেওয়ালে লিখে দিয়ে যায় 'আই লাভ মহম্মদ'। শনিবার সকালে এই ঘটনা গ্রামবাসীদের নজরে এলে তাঁরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে করণী সেনা। ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ ওই লেখা মুছে ফেলে। এদিকে পালটা পুলিশের বিরুদ্ধে সরব হয় করণী সেনা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে শচিন নামে করণী সেনার এক নেতাকে আটক করে পুলিশ। এই ঘটনায় আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। এই ঘটনায় করণী সেনার অন্যতম শীর্ষ নেতা জ্ঞানেন্দ্র সিং চৌহান-সহ আরও বহু মানুষ ভিড় জমান সেখানে। অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবি চলে বিক্ষোভ ও স্লোগান। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় বিশাল পুলিশবাহিনী।

২ গ্রামবাসীকে কুপিয়ে খুন করল মাওবাদীরা

রায়পুর, ২৫ অক্টোবর: মাও-দমন অভিযানের মাঝেই ফের রক্তাক্ত ছত্তিশগড়। দুই নিরীহ গ্রামবাসীকে কুপিয়ে খুন করল মাওবাদীরা। শুক্রবার গভীর রাতে নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায়। কী কারণে তাঁদের খুন করা হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, পুলিশের চর সন্দেহে তাঁদের খুন করে মাওবাদীরা। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন রাতে বিজাপুরের নেলা কাঁকের গ্রামে ধারাল অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় একদল মাওবাদী। অভিযোগ, গ্রামের দুই বাসিন্দাকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করে তারা। মৃতেরা হলেন রবি কাট্টম (২৫) এবং তিরুপতি সোধি (৩৮)। কিন্তু জানা গিয়েছে, মাওবাদীরা সাধারণ পোশাকে এসেছিল। ফলে তাদের চিনতে পারেননি গ্রামবাসীরা। হামলার পর তারা জঙ্গলের দিকে চলে যায় বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। তাদের খোঁজে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে তল্লাশি। বিজাপুর থানার সুপার জিতেন্দ্র যাদব বলেন, 'গ্রামের দুই বাসিন্দাকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে। আমরা গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।'

মহারাষ্ট্রে চিকিৎসকের আত্মহত্যার ঘটনায় পাল্টা অভিযোগ পুলিশের

মুম্বই, ২৫ অক্টোবর: মহারাষ্ট্রের আত্মঘাতী তরুণী চিকিৎসকের বিরুদ্ধে এ বার পাল্টা অভিযোগ উঠল। আর সেই অভিযোগ তুলেছে স্থানীয় থানার পুলিশ। চিকিৎসকের বিরুদ্ধে 'দুর্ব্যবহার' এবং কাজে অসহযোগিতার অভিযোগ দায়ের করে পুলিশ। এনডিটিভি-র প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ফলটন গ্রামীণ থানার ইনস্পেক্টর সুনীল মহাধিক তাঁর চিঠিতে দাবি করেছেন, ওই তরুণী চিকিৎসক পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করতেন না। আধিকারিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেন প্রায়ই। গত ২২ সেপ্টেম্বর ফলটন জেলার স্বাস্থ্যকর্তার কাছে ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ জমা পড়েছিল পুলিশের তরফে, এনডিটিভি-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওই চিকিৎসক এক অপরাধীর মেডিক্যাল পরীক্ষা করতে অস্বীকার করেন। পুলিশের আশঙ্কা ছিল, এই পরীক্ষা না করালে অপরাধী আইনের হাত থেকে ছাড় পেয়ে যাবে। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, অভিযোগপত্রে গত ৩০ মে-র একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়। অভিযোগপত্রে জানানো হয়েছে, ওই দিন রাতে দুই অপরাধীকে হাসপাতালে মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু চিকিৎসক তাঁদের মেডিক্যাল পরীক্ষা করতে অস্বীকার করেন। তার পর পুলিশের বিরুদ্ধে তাঁকে হেনস্থা করার অভিযোগ তোলেন। ফলটন থানার ইনস্পেক্টর তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, চিকিৎসককে বার বার বলা হয়, মেডিক্যাল পরীক্ষা করানো না গেলে দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা যাবে না, তাই মেডিক্যাল পরীক্ষা দ্রুত করানো প্রয়োজন। কিন্তু তা করানো হয়নি। পুলিশের তরফে অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, ৩০ মে যে অপরাধীকে ওই চিকিৎসক 'আনফিট' বলে মেডিক্যাল রিপোর্টে উল্লেখ করেছিলেন, তার পর দিনই তাকে সুস্থ অবস্থায় দেখতে পান পুলিশকর্মীরা।

Guskara Municipality
Guskara: Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender No: -18/2025-26(1st Call), Memo No: 1135/GM, Dated: - 25.10.2025 & 19/2025-26 (1st Call), Memo No: 1136/GM, Dated: - 25.10.2025
Following e-Tender is invited by this Municipal Authority for 09 Nos. & 07 Nos. development works at Booth No. 201 & 197 (Ward No. 01 & 02) under APAS Programme at Guskara Municipality. Last date of bid submission of e-tender is on 13.11.2025 up to 12:00 P.M. For details visit **www.wbtenders.gov.in, guskaramunicipality.co.in**
Sd/-
Executive Officer
Guskara Municipality

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of C.C. Road in Ward No.- 01 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)"
Tender reference: WBMAD/NIeT/196/BM/2025-26/APAS
Date: 25.10.2025
Tender ID- 2025_MAD_932008_1, 2025_MAD_932008_2, 2025_MAD_932008_3, 2025_MAD_932008_4
Bid Submission Start date- **25.10.2025 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **03.11.2025 at 14:00.** 2. End date- **18.11.2025 at 18:55.** 3. Bid opening date- **20.11.2025 at 18:55.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

একদিন ময়দান

রো-কোর অনবদ্য ব্যাটিংয়ে অনায়াস জয়ে সিরিজে হোয়াইটওয়াশ বাঁচাল ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'ফর্ম টেম্পোরারি, ক্লাস পার্মানেন্ট', ক্রিকেটের এই চিরন্তন উক্তিটি আবারও যেন জীবন্ত হয়ে উঠল সিডনির মাটিতে। অনেকের কাছেই এই কথাটা এখন ক্লিশে, কিন্তু রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির ব্যাটে সেটাই যেন নতুন প্রাণ পেল। অজিদের বিরুদ্ধে তৃতীয় ওয়ানডে ছিল ভারতের কাছে মর্যাদার লড়াই। সিরিজ ইতিমধ্যেই হাতছাড়া, তাই লক্ষ্য একটাই, হোয়াইটওয়াশের লজ্জা এড়িয়ে সম্মান বাঁচানো। সেই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন দুই 'বুড়ো' ব্যাটসম্যান, যাঁদের ফর্ম ও ফিটনেস নিয়ে সম্প্রতি প্রশ্ন উঠেছিল।

টার্গেট ছিল মাত্র ২৩৭ রান। কাগজে কলমে সহজ মনে হলেও, আগের দুই ম্যাচে ভারতের ব্যাটিং ভরাডুবি দেখে চিন্তা ছিলই। কিন্তু রোহিত ও বিরাট সেই টেনশনকে উড়িয়ে দিলেন তাঁদের অভিজ্ঞতা ও নিখুঁত ব্যাটিং দিয়ে। শুরুতে অধিনায়ক শুভমান গিলের সঙ্গে ৬৯ রানের জুটি গড়ে দেন রোহিত। গিল আউট হওয়ার পর নেমে পড়েন বিরাট, আর সেখান থেকেই শুরু হয় এক অনবদ্য অধ্যায়। দুই মহারথী যেন সময়টাকে উল্টে দিলেন। একদিকে রোহিত তাঁর চিরচেনা ফ্লিক, পুল আর কভার ড্রাইভে দাপট দেখালেন, অন্যদিকে বিরাট মাপা ইনিংস খেললেন নিজের ছন্দে।

রোহিত করলেন কেরিয়ারের ৩৩তম শতরান, যা তাঁর ক্লাস ও ধারাবাহিকতার প্রতীক। অন্যপ্রান্তে অপরাজিত রইলেন বিরাট, ৭৪ রানের নান্দনিক ইনিংসে। দু'জনের মধ্যে ১৯তম শতরান পার্টনারশিপ গড়ে ইতিহাসে জায়গা করে নিলেন তাঁরা; এটি এখন ক্রিকেটের তৃতীয় সর্বাধিক শতরান জুটি। তাঁদের ব্যাটিং দেখে মনে হচ্ছিল, ক্রিকেট যেন সহজ এক শিল্প, আর তাঁরা সেই শিল্পের শ্রেষ্ঠ কারিগর।

শেষ পর্যন্ত অনায়াসেই জয় পায় ভারত, কিন্তু তার চেয়েও বড় জয় রোহিত ও বিরাটের ব্যক্তিগত প্রত্যাবর্তন। সমালোচকরা যাঁরা তাঁদের নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন, তাঁদের সবাইকে নিঃশব্দে জবাব দিলেন এই দুই মহারথী। তাঁরা আবারও প্রমাণ করলেন, ফর্ম হয়তো আসে যায়, কিন্তু প্রকৃত ক্লাস, সেটাই অমর। আর সেই ক্লাসের দাপটেই টিম ইন্ডিয়া পেল নিজেদের হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার পথ।

বিদেশিহীন ডেম্পোর কাছে আটকে গেল ইস্টবেঙ্গল

ম্যাকলারেনের জোড়া গোলে জয়ী বাগান

নিজস্ব প্রতিবেদন: গোয়ার স্থানীয় দল ডেম্পো স্পোর্টিং একসময়ে ভারতীয় ফুটবলে আধিপত্য বিস্তার করত। তারা যে হারিয়ে যায়নি, সেই প্রমাণই মিলল শনিবার গোয়ার বাম্বোলিম স্টেডিয়ামে। সুপার কাপের প্রথম ম্যাচেই ডেম্পোর কাছে আটকে গেল ইস্টবেঙ্গল। বিদেশিহীন ডেম্পোর বিরুদ্ধে ২-২ গোলে ড্র করল ইস্টবেঙ্গল। আইএসএলের দল ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে তরুণ দল নিয়ে দুর্দান্ত লড়াই করল ডেম্পো। ম্যাচের ২ মিনিটের মাথায় প্রথম সুযোগ পায় ইস্টবেঙ্গল। জাপানি তারকা হিরোশির শট ক্রসবারে লাগে। ২৭ মিনিটে মহম্মদ আলির গোলে এগিয়ে যায় ডেম্পো। এক্ষেত্রে ইস্টবেঙ্গলের গোলকিপার দেবজিৎ মজুমদারের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। সমীর নায়েকের ছেলেদের এরপর আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। ৪২ মিনিটে আরও একবার সুযোগ পান ইস্টবেঙ্গলের হিরোশি। এদিন হিরোশি ও হামিদকে একসঙ্গেই খেলান অস্কার ব্রুঁজো। তাও লাভের কিছু হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর পরই সমতায় ফেরে ইস্টবেঙ্গল। হামিদের দূরপাল্লার শট। ডেম্পোর গোলকিপারের হাতে লেগে বল সরাসরি চলে আসে নাওরেম মহেশ সিংয়ের কাছে। সেখান থেকেই বল জালে জড়িয়ে দেন ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক। ৫৭ মিনিটে লালচুংনুঙ্গার পাস থেকে বাঁ-পায়ের শটে গোল করেন মিগুয়েল। লাল-হলুদ জার্সিতে মিগুয়েলের প্রথম গোল। এরপর থেকেই ইস্টবেঙ্গল যেন গা ছাড়া ভাবে খেলতে থাকে। ফলও ভুগতে হয়। ৮৯ মিনিটে লক্ষীমণরাও রেনের গোলে সমতায় ফিরল ডেম্পো। খেলার ফলাফল ২-২ গোলে শেষ হয়।

প্রথম দিনের শেষে নিজেদের পারফরম্যান্স নিয়ে অখুশি বাংলা, ব্যর্থ সুদীপ-অনুষ্টুপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রনজি ট্রফির দ্বিতীয় ম্যাচে ইডেন গার্ডেন্সে নামার আগে আত্মবিশ্বাসে টইটম্বুর ছিল বাংলা দল। উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে জয় এনে অভিমন্যু ঈশ্বরণদের মনোবল ছিল তুঙ্গে। কিন্তু ঘরের মাঠে গুজরাটের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে সেই জয়যাত্রা ধরে রাখা সহজ হলো না। প্রথম দিনের খেলা শেষে বাংলার স্কোর ৭ উইকেটে ২৪৪, এবং দল কিছুটা চাপে। দিনশেষে ব্যাট হাতে ভরসা জুগিয়েছেন সুমন্ত গুপ্ত, যিনি অপরাজিত রয়েছেন ৫৮ রানে। প্রথমে টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় বাংলা। কিন্তু শুরুর দিকেই ধাক্কা খেতে হয় দলকে। ওপেনার সুদীপ চট্টোপাধ্যায় মাত্র ৩ রানে সাজঘরে ফেরেন। এরপর অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ ও সুদীপ কুমার ঘরামির জুটি কিছুটা স্থিতি আনেন। দু'জনের মধ্যে ৭৫ রানের পার্টনারশিপ গড়ে বাংলাকে কিছুটা ভরসা জোগান। তবে অভিমন্যুর ইনিংসটি বড় হয়নি। ৬১ বল খেলে মাত্র ২০ রানে আউট হয়ে ফেরেন তিনি। তাঁর আউটের পরই বাংলার ইনিংসে দেখা যায় ছন্দপতন। অভিজ্ঞ অনুষ্টুপ মজুমদার কোনও রান না-করেই প্যাভিলিয়নে ফেরেন, আর সুদীপ ঘরামি, যিনি দারুণ ছন্দে ব্যাট করছিলেন, তিনিও ৫৬ রানে আউট হয়ে যান। সেই সময় বাংলার ইনিংসের ভরসা ছিল তরুণ ব্যাটারদের কাঁধে। তারপর অভিষেক পোড়েল ও সুমন্ত গুপ্ত দলকে উদ্ধার করেন। তাঁদের মধ্যে ৮৪ রানের গুরুত্বপূর্ণ পার্টনারশিপ গড়ে বাংলাকে সম্মানজনক অবস্থানে পৌঁছে দেন। অভিষেক পোড়েল ৫১ রানের লড়াকু ইনিংস খেলেন। ধৈর্যশীল ব্যাটিং ও স্ট্রোকপ্লে মিলিয়ে তিনি গুজরাতের বোলারদের চাপে রাখেন। তবে তাঁকে সঙ্গ দেন তরুণ সুমন্ত গুপ্ত, যিনি ১০৮ বলে অপরাজিত ৫৮ রানে খেলছেন। এই ইনিংসে তাঁর ধৈর্য ও পরিপক্কতা প্রশংসার দাবি রাখে।

বাংলার দলে ফিরে এসেছিলেন অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ, কিন্তু তাঁর প্রত্যাবর্তন একেবারেই স্মরণীয় হলো না। মাত্র ২ রানে আউট হয়ে তিনি দলকে হতাশ করেন। দিনের শেষে আকাশ দীপ ৯ রানে অপরাজিত থেকে সুমন্তকে সঙ্গ দিচ্ছেন। দ্বিতীয় দিনের শুরুতে তাঁদের লক্ষ্য থাকবে ইনিংসকে আরও বড় করা এবং অন্তত ৩৫০ রানের লক্ষ্যে পৌঁছনো, যাতে বোলাররা কিছুটা আরাম পায়। বাংলার বোলিং শক্তি যথেষ্ট দৃঢ় হলেও, ব্যাটিং বিভাগে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

Baruipara Paltagarh Gram Panchayat
Vill+ P.O.- Baruipara, P.S.- Singur, Dist.- Hooghly
Notice Inviting e-Tender
Prodhan, Baruipara Paltagarh Gram Panchayat invites e-Tender under **Memo No.- 411/BP/15th FC Untied/2025-26 (Sl. 1-11) & 412/BP/15th FC Tied/2025-26 (Sl. 1-8), Date: 25.10.2025.** Bid Submission Start Date: **25.10.25 at 09:00 Hrs.** Bid Submission End Date: **14.11.2025 up to 18:00 Hrs.** Bid Opening Date (Technical): **17.11.2025 at 10:00 Hrs.** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP office.
Sd/-
Prodhan
Baruipara Paltagarh Gram Panchayat

MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT
JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH
e-Tender Inviting Notice
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference No.: (i) HOW/DOMJUR/MAK-II/NIT/9/2025-26, Date: 17.10.25 & (ii) HOW/DOMJUR/MAK-II/NIT/10/2025-26, Date: 17.10.25, Fund: APAS.** Bid Submission Start Date: **25.10.25 at 9.00 AM.** Last Date of Bid Submission: **13.11.25 up to 11.00 AM.** Date of Opening: **15.11.25 at 11.00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Makardaha-II Gram Panchayat

MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT
JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH
e-Tender Inviting Notice
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference No.: (i) HOW/DOMJUR/MAK-II/NIT/11/2025-26, Date: 17.10.25, (ii) HOW/DOMJUR/MAK-II/NIT/12/2025-26, Date: 17.10.25 & (iii) HOW/DOMJUR/MAK-II/NIT/13/2025-26, Date: 17.10.25, Fund: APAS.** Bid Submission Start Date: **25.10.25 at 09.00 AM.** Last Date of Bid Sbmission: **13.11.25 up to 11.00 AM.** Date of Opening: **15.11.25 at 11.00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Makardaha-II Gram Panchayat

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন নবপত্রিকা

ভ্যানিটি ব্যাগ

মহিলা ও সাহিত্য

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

ব্যাগের সাথে ভ্যানিটি কথাটি যুক্ত হয়ে পুরো শব্দ হয়েছে ভ্যানিটি ব্যাগ। এটি প্রধান বিশেষত্ব হলো ব্যবহার করে মহিলারা। প্রাচীনকালে মানুষ পশুর চামড়া , উদ্ভিদের তন্তু দিয়ে তৈরি সাধারণ থলি ব্যবহার করত, ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ব্যবহার করার জন্য। আস্তে আস্তে এটি বিবর্তন হতে থাকে।

কিন্তু ভ্যানিটি ব্যাগ বলতে শুধুমাত্র টাকা রাখার জিনিস বা সজ্জি বা তরকারি কেনার জন্য ব্যবহৃত ব্যাগ নয়। আক্ষরিক অর্থে ভ্যানিটি কথার অর্থ হল অসার দম্ভ, অর্থাৎ অহংকার বা গর্ব মানুষের প্রকৃতযোগ্যতা গুণ ইত্যাদি সম্পর্কে অতিরঞ্জিত ধারণার ফল। সাধারণত খ্রিস্টীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে মহিলাদের অবজ্ঞার চোখে দেখা হত ইউরোপে। পুরুষতান্ত্রিক ও পুরোহিততান্ত্রিক সমাজে মনে করা হতো মহিলাদের বিদ্যাবুদ্ধি ইত্যাদি কিছুই নাই, অর্থাৎ অহংকারের করার কিছুই নেই। তাহলে কি আছে সেই সমাজে মনে করা হতো মহিলাদের আছে শুধু রূপ লাবণ্য এবং অন্যের অর্থাৎ পুরুষের চোখে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলার অদম্য সাধ। যার জন্য সে সর্বদা চায় প্রসাধন রূপচর্চা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের, আদি সামন্ততান্ত্রিক সমাজে, মহিলাদের বিকাশ মোটেই পুরোহিতবর্গ ভালোভাবে দেখত না। তাই মহিলারা যখন বেড়াতে বেরত তখন তারা পেটিকা বা থলিতে দর্পণ বা আয়না, প্রসাধন সামগ্রী মহিলারা নিতেন। যে ব্যাগে তারা নিতেন বা যে বাক্সে তারা নিতেন তার নাম দেয়া হলো ভ্যানিটি বক্স বা ভ্যানিটি ব্যাগ। আসলে সেই সময় মহিলাদের চিরাচরিত যে পোশাক ছিল সেই পোশাকে কোন পকেট ছিল না। যেমন ইউরোপের মহিলারা স্কার্ট বা গাউন পরতেন, কিন্তু স্কার্ট বা গ্রাউনে কোন পকেট থাকত না। ফলে তাদের একটা সঙ্গে প্রসাধনের জিনিসপত্র রাখার জন্য ব্যাগ রাখতে হতো। এই ব্যাগটি ভ্যানিটি ব্যাগরূপে পরিচিত। ভারতবর্ষেও সালোয়ার কামিজ বা শাড়িতে পকেট থাকত না, ফলে ভারতীয় মহিলারাও বাইরে বেরোনোর সময় ভ্যানিটি ব্যাগ ব্যবহার করতেন।

ভ্যানিটি ব্যাগের ধারাবাহিক বিবর্তন যদি আমরা দেখি, তাহলে অবশ্যই বলতে হবে এটি নারী প্রগতিরই ইতিহাস। নারীর কর্মসংস্কৃতির ইতিহাস। আর যে ইতিহাস আদি কথায় এই মধ্যযুগের ইউরোপের কৃষক পরিবারের মহিলা কুলের অবস্থান বা জীবন চিত্তের প্রতিটি মুহূর্ত ইতিহাসের সূত্রের গুরুত্বপূর্ণ।

বিশেষত শিল্প বিপ্লবের পরবর্তীকালে মহিলারা যখন পারিবারিক আর্থিক সংকট থেকে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য প্রদানের জন্য হলেও জীবিকার জন্য সংযুক্ত হতে থাকলেন, তখন থেকেই কর্ম ক্ষেত্রে মহিলাদের অবশ্যই একটি ব্যাগ প্রয়োজনীয় হয়ে পরলো। ১৭৯৯ এর একটি ইউরোপীয় ছবিতে দেখা যায় ভ্যানিটি ব্যাগ চিহ্নিত হচ্ছে ইনডিসপেনসেবল অর্থাৎ অপরিহার্য পরিচয়ে।

এ ভ্যানিটি ব্যাগ ভারতে ভারতীয়করণের উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন। আবার এই শান্তিনিকেতনের ব্যাগ নিয়ে বিপদ হল ওই চামড়ার ব্যাগ নিয়ে পুরীর মন্দিরে ঢোকা যাবে না। শান্তিনিকেতনের চামড়ার ভ্যানিটি ব্যাগ দেশীয় মহিলাদের কাছে তো বটেই বিদেশিনীরাও শান্তিনিকেতনে এসে চামড়ার ভ্যানিটি ব্যাগ ক্রয় না করে পারেনা।সেখানে চামড়ার রংবেরঙের বাটিকের কাজের বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত নানান আকারের রুচিশীল ভ্যানিটি ব্যাগ তৈরি হতে থাকে। এবং এই শান্তিনিকেতনি ভ্যানিটি ব্যাগগুলোতে মহিলারা অন্যান্য সামগ্রীর সাথে ছাতাও রাখতে পারতেন, কিন্তু এই ব্যাগের একটি ত্রুটি ছিল এটি খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যেত অর্থাৎ বেশি দিন টিকত না। আবার ভ্যানিটি ব্যাগের বহিঃপ্রকাশের শ্রেণীভেদ ছিল। যেমন বিয়ে বাড়িতে মহিলারা যে ভ্যানিটি ব্যাগ ব্যবহার করতেন, শ্রাদ্ধ বাড়িতে সেটি নয়, আবার সন্ধ্যায় পার্টিতে অন্য এক ধরনের ভ্যানিটি ব্যাগ।

মহিলাদের ভ্যানিটি ব্যাগ বিভিন্ন লেখক সাহিত্যিকদের লেখা থেকে আমরা বিশেষ রূপে জানতে পারি। যেমন উইলিয়াম থ্যাকারের লেখা একটি গল্প। গল্পটির নামই ছিল 'ভ্যানিটি ব্যাগ'। অতি বিখ্যাত একটি গল্প রূপে পরিচিত এই 'ভ্যানিটি ব্যাগ' গল্পটি। গল্পের বিষয়বস্তু হলো সাহেবরা কলকাতায় এলে হোটেলে থাকতেন সেখানে তাদের বিভিন্ন অসুবিধা হতো। তাই সাহেবদের থাকার জন্য কলকাতায় পার্ক স্ট্রিটে সর্বপ্রথম একটি ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি করা হয়। থ্যাকারের নাম থেকে ওই ফ্ল্যাট বাড়িটির নাম রাখা হয় থাকারে ম্যানশন। আর ফ্ল্যাট বাড়ির ছাদে থাকতেন তাদের চাকর বাকর, ইলেকট্রিক ও কলের মিস্ত্রি, লিফটের মিস্ত্রি ইত্যাদি কর্মচারীরা। ষাটের দশকে প্রথম দিকে বাংলায় বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল, তার নাম হলো মহানগর। আরতি নাম ছিল চলচ্চিত্রের নায়িকার। সে ছিল গৃহবধূ। বাড়িতে যখন থাকতো তখন সেই গৃহবধূ কারো স্ত্রী, কারুর মা। কিন্তু বাইরে সে ছিল কর্মী, সে বাইরে যখন বের হতো ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে বের হতো। তখন মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারা লিপস্টিক ব্যবহার করতেন না। আরতি যখন বাইরে বের হতো ঠোঁটে লিপস্টিক দিত, আবার বাড়িতে যখন প্রবেশ করত তখন লিপস্টিক মুছে ফেলত। একদিন তার স্বামী সেটি দেখে

ফেলে এবং বেরোনোর সময় আরতিকে বলে আজ লিপস্টিক লাগবে না? তখন আরতি লিপস্টিক টি ফেলে দিল লজ্জায় বা ঘৃণায়। কিন্তু ভ্যানিটি ব্যাগটি থাকলো। আরতি প্রতিবাদ জানানো তার ওই ভ্যানিটি ব্যাগ দিয়ে। সেই সময় সিনেমায় মধ্যবিত্ত মহিলাদের হাতে ভ্যানিটিব্যাগ থাকতোই। আবার যদি আমরা ঋতুপর্ণ ঘোষের 'দোসর' সিনেমাটা দেখি, সেখানে দেখতে পাবো একটি পুরুষ ও একটি মহিলা যারা একই অফিসে কর্মরত, প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে যা রূপান্তরিত হয় শারীরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। তারা দুজনেই বাড়িতে অফিসের কাজে যাচ্ছি বলে বাইরে বেড়াতে যায়। কিন্তু ফেরার সময় ঘটনা ক্রমে তাদের গাড়িটি অ্যাক্সিডেন্টের কবলে পড়ে, মহিলাটি মারা যায়। তারপরে যখন তার ভ্যানিটি ব্যাগটি তার স্বামীর হাতে পৌঁছায় তখন তার স্বামী দেখতে পায় সেই ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে রয়েছে এক প্যাকেট কনডোম। অর্থাৎ ভ্যানিটি ব্যাগটি মহিলাটির আবশ্যিক জীবন চর্চার সাথে ঐ জিনিসটিও তার স্বামী দেখতে পায়।

আবার শিবরাম চক্রবর্তীর 'জীবন কেস্টোর জীবন নাট্য হাসি ফোয়ারা' নামক গ্রন্থে যে জিনিসটি দেখা যায় তা হল, বাসের কোন এক কন্ডাক্টর জীবন কেষ্ট — বাসে এক শ্বেতাঙ্গিণীকে চড় মারে। কারণ কন্ডাক্টার ভাড়া চাইলে মহিলাটি ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটা অপেক্ষাকৃত ছোট ব্যাগ বার করেন। আগের ব্যাগটি চেন আটকালেন। তারপর একটি ছোট ব্যাগের চেন খুললেন। তারপর আরো একটি ছোট ব্যাগ বার করলেন ।চেন বন্ধ করলেন। এরকম বারবার করতে করতে বাসের কন্ডাক্টার ধৈর্যহীন হয়ে পরলেন এবং সপাটে ভদ্রমহিলাকে চড় মেরে দিলেন। আবার মধ্যযুগের ঠক্কুর বিদ্যাপতি বলেছিলেন — হাতক দর্পণ মাথক ফুল/নয়নক অঞ্জন ওষ্ঠক তাম্বুল। পরশুরামের স্বয়ংবড়া গল্পটি পড়লে দেখা যায় চা পানের পর, জোণজিটলার বুঝলেন ঠোঁটের রং ফ্যাকাসে হয়েছে আর চাটুজ্জে মশাই বুঝলেন সেই দুই পাকা লঙ্কা ঠোঁটের পূর্ণত পরিপক্ক নয়, রংটি কাঁচা। মেম সাহেব সংশোধনে মন দিলেন একটি সোনার কৌটা খুললেন তা থেকে বের হল একটি ছোট আরশি,একটি লালবাতি, একটি পাউডারের পুতুলি লাল বাতি ঠোঁটে ঘষে নাকে একটু পাউডার লাগিয়ে মুখখানি মেরামত করে নিলেন। আবার এই ভ্যানিটি ব্যাগ কখনো উৎকণ্ঠা এবং সুনিশ্চিত যাতনার সম্মুখে ঠেলে দিতে পারে তার পরিচয় পাওয়া যায় অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'অবিরত চেনামুখ' গল্পে। রাতের সহনসীমা অতিক্রম করে গেলে দিদির খবর নিতে থানায় যায় বাড়ির লোকজন। আর কতক পরে থানাও পৌঁছে যায় বাড়িতে। একটি মহিলার মৃতদেহ পাওয়া গেছে-- ভদ্রমহিলার সঙ্গে একটি কালো লেডিস ব্যালেরিনা। আর্তনাদ করে নিজের চুরি শুদ্ধ হাত কামড়ে ধরে মিনু। ডোন্ট গেট নার্ভাস। ওরকম কয়েক হাজার ব্যাগ প্রতিদিন বিক্রি হয় কলকাতায় (পৃষ্ঠা ৩৪)। আবার শঙ্করের 'সীমাবদ্ধ' উপন্যাসে দেখা যায় শ্যামলেন্দুর স্ত্রী দোলন। টুটুল এসেছেন পাটনা থেকে সঙ্গে লাগেজ বলতে একটি চামড়ার ব্যাগ, আর কাঁধের ঝোলা। দোলন বলেন এই ব্যাগ আর কলকাতায় ফ্যাশন নেই তার কারণ এখন যেসব মেয়ে পলিটিক্স করে মিছিলে বেরোয় তাদের কাঁধে এই ব্যাগ থাকে। আর এই ব্যাগ ব্যবহার করে আমেরিকান হিপিনীরি। ন্যাচারালি, গেরস্থ মেয়ে মহলে এটা এখন দেখলে একটু ঘাবড়ে যায়!

এখানে ভ্যানিটি ব্যাগের সামাজিক বা অসামাজিক শ্রেণীকরণ শুরু। শেষের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আধুনিকতার ছোঁয়া দিয়েছেন — এলজেব্রার বইয়ের গায়ে সিগারেটটা ঠেকিয়ে রেখে একটিও রুপোর শিকল-ওয়ালা প্রসাধনের থলি বের করে মুখে একটুখানি পাউডার লাগালে অঞ্জনের পেন্সিল দিয়ে ভুরুর রেখাটা একটু ফুটিয়ে তুললে (অধ্যায় ১৫)। এর আগের অধ্যায় রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন সিগারেটের টিনের কথা। শৈবাল মিত্র 'স্বদেশের খোঁজে শেষবার' উপন্যাসে জানিয়েছেন দময়ন্তী যখন তার পিতার বয়সী প্রণয়ী পিনাকীর সঙ্গে সাক্ষাতে আসেন,তখন তার সঙ্গে যা থাকে। পিনাকী তা জানেন। লাল সবুজ চুড়িদার পড়েছে দময়ন্তী। তার কাঁধে ঝোলানো চামড়ার ব্যাগ আর চোখে দেখে সেটার ভেতরে কি কি আছে আন্দাজ করতে চাইলো পিনাকী... জিনের একটা বড় বোতল নিশ্চয় আছে।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় আবার লিখেছেন-রমণীদের লাবণ্য যেমন অবয়ব সংস্থানের অতিরিক্ত অন্য জিনিস, তেমনি নারী কুলের ভ্যানিটি ব্যাগে এমন বস্তু আছে যা তার গরন, উপাদান নকশা এ সবার অতিরিক্ত আরো কিছু। এই অতিরিক্ত বস্তুই ভ্যানিটি ব্যাগের আত্মা। অধ্যাপিকা নবনীতা দেবসেন ভ্যানিটি ব্যাগের বাংলা নির্বাচন করেছেন-'অহং-থলি'

আসলে সময়ের গতিপথে মহিলাদের ভ্যানিটি ব্যাগের আকারও বদলে যেতে থাকে। আগে হাতে বই খাতা নিতেন। তারপর মহিলারা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় যখন পাঠগ্রহণ করতে শুরু করেন, বিশেষত বিজ্ঞানের ছাত্রীরা, অনেক বিজ্ঞানের ইন্সট্রুমেন্ট ব্যবহার করতে হত তখন তারা ভ্যানিটি ব্যাগ ব্যবহার করতে শুরু করেন। কবির ভাষায় — ব্যাগের ফালি ব্যাগ বাগালি/ব্যাগ কতটা কেনা?/ব্যাগ ভ্যানিটি আই.টি -ই.টি/ব্যাগ দিয়ে যায় চেনা...

সেরা পুজো

কাঁকুরগাছি ইংয় স্টার ক্লাব (থিম-কালী কথা)

পাতিপুকুর আজাদ হিন্দ সংঘ (থিম-মুক্তি)

রামমোহন রায় রোড তরুণ সংঘ (থিম-নিষিদ্ধ শক্তি)

সুকান্তনগর স্পোর্টিং ক্লাব (থিম-মেদিনী)

NARSINGHA
একদিন শক্তি সম্মান ২০২৫
PRESENTED BY
TAPSIL JATI ADIBASI PRAKTAN SAINIK KRISHI BIKASH SHILPA KENDRA
Implementing the Vision of Viksit Bharat
APPROVED ORGANISATION BY
GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
Co-Sponsored by
B.B.I.T Public School
JIMS Hospital

সেরার সেরা পুজো

যুব শক্তি, আমর্হাট স্ট্রিট, (থিম-সাবেকি)

রিজেন্ট যুব ছাত্র টালিগঞ্জ (থিম-নির্বাণ)

শ্যামা পল্লী শ্যামা সংঘ (থিম-স্বদেশী পণ্য)

সেরার সেরা ভাবনা

তরুণ সংঘ ক্লাব এন্ড লাইব্রেরি, বজবজ (থিম-স্বর্ণমন্দির)

সেরা ভাবনা

নন্দনকানন শ্যামাপুজা কমিটি, খড়দহ (থিম-সাবেকি)

সেরা প্রতিভা

নবোদয় সংঘ, বীণা সিনেমা ঝিল পাড়, বজবজ

Digital Partner বাংলা বলছে
Event Organiser wide angle
PR PARTNER
Event Management PHOENIX Panacea For Your Brand
Sales & Planning Partner Lime Light